লেবাননও গাজার মতো ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে: নেতানিয়াহু

সারে-জমিন

টাকি শহরের পুজোয় মিশে যান হিন্দু-মুসলিম

রূপসী বাংলা

যে কারণে ফিলিস্তিনিরা মরে, তবু ভিটে ছাড়ে না

সম্পাদকীয়

মানুষকে কষ্ট দেয়া জুলুম

দাওয়াত

ভারতের কাছে ফের ভরাডুবি বাংলাদেশের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১০ অক্টোবর, ২০২৪
২৪ আশ্বিন ১৪৩১
৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 276 ■ Daily APONZONE ■ 10 October 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে গেল বাস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের অন্তর্গত ত্রিমোহিনী এলাকার ঘটনা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বালুরঘাট থেকে হিলির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ওই যাত্রীবাহী বাসটি। সেই সময় ত্রিমোহিনী এলাকায় রাস্তা পার হতে যাওয়া এক বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে সজোরে ব্রেক কসেন গাড়ি চালক। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা হাইড্রেনে সজোরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় যাত্রীবাহী বাসটি। ঘটনায় গাড়ির চালকসহ প্রায় ৯ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। বিষয়টি জানাজানি হতেই ছুটে আসেন স্থানীয় লোকেরা। কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যান চলাচল। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হিলি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে বাসটিকে উদ্ধার করে হিলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে নিখিল সরকার নামে আহত এক যাত্রী জানান, 'হিলি যাওয়ার পথে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এক বৃদ্ধা সাইকেল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। সেই সময় বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায় বাসটি।'

পুজো দেখে বাড়ি ফেরার সময় ছিনতাই

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পঞ্চমীর রাতে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফেরার সময় ছিনতাই এর ঘটনা ঘটলো ইংরেজবাজার শহরের বাগবাড়ি এলাকায়। মালদা শহর থেকে পুজো দেখে বাড়ি ফেরার পথে সোনার চেন ও নগদ টাকা ছিনতাই এর অভিযোগ ইংরেজবাজার থানায়। জানা যায় মঙ্গলবার রাত্রি দশটা নাগাদ মালদা শহরে ঠাকুর দেখতে আসেন বাগবাড়ী এলাকার বাসিন্দা তপন মন্ডল। প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে বাগবাড়ির কালীমন্দির এলাকায় তাকে এক যুবক রাস্তা আটকে ধরে তার কাছ থেকে গলার চেন ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়, তার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন আসতেই দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। জানা যায় ছিনতাই কারী দুষ্কৃতির নাম সুশান্ত সরকার, ওই এলাকাতেই তার বাড়ি।
বুধবার তপন মন্ডল ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দোসির উপযুক্ত শাস্ত্রির দাবি তোলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

গঙ্গা ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে সামশেরগঞ্জের মানুষ এখন অসহায়

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনের কবলে সর্বস্ব হারিয়ে অসহায়ত্বের জীবন কাটাচ্ছেন সামশেরগঞ্জের লোহরপুর, শিকদারপুর, উত্তর চাচন্ড গ্রামের শতাধিক পরিবার। যে কোনো মুহূর্তে ভাঙ্গনের কবলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাড়িঘর ছেড়ে স্কুলে আশ্রয় নিতে হয়েছে আরো বহু পরিবারকে। এমতাবস্থায় বাড়িঘর হারিয়ে উত্তর চাচন্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠাঁয় নেওয়া দশটি পরিবারকে তাদের শিশু সন্তানদের জন্য পোশাক, ২৪ কেজি চাল,অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী, বিছানাপত্র এবং রান্না করার জন্য যাবতীয় বাসনপত্র প্রদান করলো সামশেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। বুধবার বিকেলে সামশেরগঞ্জের সিকদারপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে সেই সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ, বিধায়ক আমিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।
বুধবার এই সামগ্রী প্রধানের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার সকালে ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অসহায় পরিবারগুলোকে প্রত্যেকের হাতেই ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয়েছে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সামশেরগঞ্জের বিধায়ক জানিয়েছেন, শুধু এই ত্রাণ সামগ্রী নয়, বুধবার সকালেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে আসা ত্রাণ সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে আবাস যোজনার যে টাকা প্রদান করা হবে, সেই টাকা ভাঙ্গনে ঘরহারা পরিবারগুলোকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু সংস্কারে বন্ধ যান চলাচল

আরবজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু!সংস্কারের জন্য সব ধরনের যানচলাচল বন্ধ রাখা হবে। এই নির্দেশ জারি করেছে জেলা প্রশাসন। তারা জানিয়েছে,সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত গৌরাঙ্গ সেতু সংস্কারের জন্য সব ধরনের যানচলাচল বন্ধ রাখা হবে।গত বৃহস্পতিবার গৌরাঙ্গ সেতুর মাঝামাঝি অংশের দু'টি স্ল্যাবের সংযোগস্থলের প্লেট সরে যায়।এরপরেই কোনও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এই সেতুর উপর দিয়ে যাত্রীবাহী বাস এবং ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা সেতুর বিপজ্জনক অংশ বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন।ইতিমধ্যেই সেতুটি সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা। মেরামতির জন্যই চার ঘন্টা সেতুটির উপর দিয়ে সমস্ত যানচলাচল বন্ধ রাখার নোটিস দেওয়া হয়েছে।কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের যোগাযোগের একমাত্র পথ সেতু।সারা বছরই এই সেতুর উপর প্রবল চাপ থাকে।ষষ্ঠীর দিন চার ঘণ্টার জন্য সেতুটি বন্ধ থাকলে বিস্তর সমস্যায় পড়তে পারেন বহু মানুষ।

রক্ত সংকট মেটাতে ত্রাতার ভূমিকায় বিধায়ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: মহাষষ্ঠীর পূণ্যলগ্নে কৈশাল থেকে ধরাতলে আবির্ভুত হয়েছেন দেবী দশভূজা উমা। আনন্দঘন সেই মুহূর্তে রক্ত সংকটে জর্জরিত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। রক্তের অকাল চলছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার শূণ্য। আনন্দঘন উৎসব কে পিছনে ফেলে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্কের শূণ্য ভাড়ার ভর্তি করতে বুধবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আয়োজন করলেন এক বৃহৎ রক্তদান শিবিরের। শুধু শিবির আয়োজন নয়। তিনি নিজের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রক্ত সংকট মেটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও দান করলেন রক্ত। এদিন বিধায়কের পাশাপাশি প্রায় ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।
সংকটমোচন হল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক। আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল থ্যালসেমিয়া সহ অন্যান্য রক্ত সংকটের জন্য জর্জরিত রুগী ও রুগীর পরিবার পরিজনেরা। এদিন আচমকা এমন রক্তদান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার পার্থসারথী কয়াল,সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ রায়,দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায় সহ অন্যান্যরা।

গুজরাতে মৃত রাজ্যের ছাত্রীর পরিবারের পাশে সাংসদ সামিরুল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের মল্লিকগুনা গ্রামের পিয়া দাস গুজরাটে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে যায়। এবছরেই ছিল তার হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের শেষ পড়াশোনা। তার আগেই পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষা অধরা রেখেই চিরতরে নিভে যায় তার জীবন বাতি।
গত সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখে পরিবারের কাছে আসে এক দুঃসংবাদ । হোটেল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ পরিবারকে জানাই পিয়া দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা। মৃত্যু সংবাদ শুনে পুরো পরিবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। জেলা প্রশাসন সেই মুহুর্তে পরিবারের পাশে দাড়ান। সেখান থেকে রাজ্য প্রশাসন হয়ে গুজরাটে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় মৃতদেহ আনার জন্য। সেই সাথে আইনি ও আর্থিক সহযোগিতা করা হয় । পরবর্তীতে গুজরাট সরকার তথা পুলিশ প্রশাসনের দেওয়া পিয়া দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট হাতে পেতেই ধন্দে পড়ে। পরিবারের বক্তব্য সেই রিপোর্ট ও গুজরাট সরকারের বক্তব্যের সাথে সহমত হওয়া যাচ্ছে না। স্বভাবতই একমত না হতে পারার কারণে গুজরাট সরকারের প্রতি একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার রাজ্যসভার সাংসদ তথা পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ সমিতির রাজ্য সভাপতি সংসদ সামিরুল ইসলাম, অধ্যাপক দেবব্রত সাহা সহ এক প্রতিনিধি দল সিউড়ি - ১ নম্বর ব্লকের মল্লিকগুনা গ্রামে গিয়ে মৃত পিয়া দাসের বাবা, মা,বোন ও দাদার সাথে সাক্ষাৎ করেন। পারিবারিকভাবে বেশ কিছু কথা আলোচনা করেন। সেই সাথে আইনি ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার কথা তথা পরিবারের পাশে সর্বদা থাকার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বলে জানা যায়।

সম্প্রীতির নজির গড়ে টাকি শহরের পুজোয় মিশে যান হিন্দু-মুসলিম

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এই বার্তাই দিয়ে চলেছে টাকি শহরের প্রাণের পুজো সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এলাকার হিন্দু-মুসলিম মানুষের সমন্বয়ে এই প্রথম বছরই পদার্পণ করলো সর্বজনীন দুর্গাপুজো। এই পুজোয় শুধু চাঁদা দেওয়াই নয়, রীতিমতো পুজো কমিটিতে থেকে চাঁদা তোলা-সহ পুজোর সমস্ত কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে টাকি শহরের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। ভিন্ন ধর্মালম্বী হলেও তারা প্রতিবছরের মতো এবছরও শারদীয়া উৎসবে শামিল হয়। বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি প্রাচীন জনপদ টাকি। টাকি প্রানের শহরের পুজোর শুভ সূচনা করলো উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক সপ্তর্ষী ব্যানার্জি , হাসনাবাদের সভাপতি আমিরুল ইসলাম , হাসনাবাদ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।এখানে টাকি শহর সর্বজনীন দুর্গাপুজোর যে কমিটি তৈরি হয়েছে, পুজো কমিটির সম্পাদক উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাপতি শাহানুর মন্ডল, পুজো কমিটির সভাপতি টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী, পুজোর মূল উদ্যোক্তা এবং কার্যকরী সভাপতি প্রদ্যুৎ দাস। তামিলনাড়ুর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি প্যান্ডেল। কুমারটুলি থেকে তৈরি হয়েছে প্রতিমা। এবারের পুজোয় খরচের লক্ষ্যমাত্রা ২০ লক্ষ টাকা। পুজো উদ্যোক্তরা সম্পাদক শাহানুর মন্ডল, সভাপতি ফারুক গাজী, কার্যকরী সভাপতি প্রদ্যুৎ দাসরা জানান,এবছর দুর্গাপুজোর সমস্ত ভার সবাই মিলে একসঙ্গে বহন করেছি। মণ্ডপসজ্জা কিংবা আলোকসজ্জার কাজ বা প্রতিমার বায়না করা, সব কাজেই আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম। সেজন্য দুর্গাপুজোর আয়োজন অনেক সহজ বলে মনে হয়েছে। শুধু কমিটিতে থাকা নন, পুজোয় চাঁদা দেয় এলাকার অন্যান্য মুসলিম পরিবারও। পুজোর ভোগ বিতরণের কাজেও হাত লাগান তাঁরা।

ফেরি ঘাটে ন্যায্য ভাড়া নেওয়ার দাবিতে এসডিপিআই-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘী

আপনজন: মুর্শিদাবাদের কম বেশি সমস্ত ফেরি ঘাটেই নিজেদের মন মতো ভাড়া নিয়ে থাকে, তাই মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের তরফে নির্দিষ্ট ভাড়া উল্লেখ্য করে নোটিশ জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশ মোতাবেক জেলার সমস্ত ফেরি ঘাটে ভাড়া নেওয়ার দাবিতে আজ মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী বিধানসভার অন্তর্গত কাবিলপুরে বিক্ষোভ দেখালো সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া, উপস্থিত ছিলেন উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মোঃ জাইসুদ্দিন। তিনি এক এক করে ফেরি ঘাট গুলোর নাম উল্লেখ্য করে বলেন কোথায় কিভাবে নির্দেশের উর্ধে গিয়ে ভাড়া নেওয়া হয়, পাশাপাশি তিনি দাবি করেন– অবিলম্বে এই দুর্নীতি বন্ধ করে নির্দেশ মোতাবেক সাইকেল সহ একজন যাত্রী ৫ টাকা, একজন যাত্রী ৩ টাকা, মটর সাইকেল সহ একজন যাত্রী ৭ টাকা, একটি চার চাকা গাড়ী সহ ড্রাইভার ৫০ টাকা, ভ্যান রিকশা (তিন চাকা ১০ টাকা, মাল সহ ভ্যান রিকশা (তিন চাকা) ১৫ টাকা নেওয়া হোক। এছাড়াও তিনি ঘাট মালিকদের অজুহাত প্রসঙ্গে বলেন– যেহেতু এখন ২০ তারিখ পর্যন্ত ঘাট ডাক হবে তাই ভেবে চিনতে ডাক করা। এখন টাকার গরম দেখিয়ে ঘাট নিয়ে নেওয়ার পর পরবর্তীতে যদি নির্দেশের উর্ধে ভাড়া নেওয়া হয় কোনো মতেই মেনে নেওয়া হবে না, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া এর বিরুদ্ধে বৃহত্তম আন্দোলন করবে।

বাঁকুড়ার পুয়াবাগানে পুজো মণ্ডপের থিম আন্দামানের সেলুলার জেল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত স্বাধীনতা পূর্ববর্ত্তী সময়ে 'কালাপানি' হিসেবে পরিচিত সেলুলার জেলই এবারের থিম হিসেবে তুলে ধরেছেন বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন পুয়াবাগান সার্বজনীন দূর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা। এবার তাঁদের ৩২ তম বর্ষের পূজো মণ্ডপে পরাধীন ভারতে দীপান্তরে পাঠানো বিপ্লবীদের উপর ইংরেজ শাসকের নারকীয় অত্যাচারের ছবিই তুলে ধরা হয়েছে।
তবে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে না গিয়েও শুধুমাত্র ইউটিউব আর কিছু ছবি দেখেই যে নিখুঁত দৃশ্য তুলে ধরা সম্ভব তা করে দেখিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর চন্দন রায়। প্রায় তিন মাসের বেশী সময়ের চেষ্টায় তিনি এই মণ্ডপ তিনি তৈরী করেছেন বলেই চন্দন রায় জানিয়েছেন।

বাঁকুড়া জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন ও উলামা সভা

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের দ্বারিকা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে গত ৬অক্টোবর বাঁকুড়া জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের এক বিশেষ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হল। উক্ত সভায় বিষ্ণুপুর,জয়পুর ও কোতুলপুর ব্লকের নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়।
সভায় বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন সোনামুখী ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক হাফেজ আশরাফ, পাত্রসায়ের ব্লক সংগঠনের সম্পাদক ক্বারী মুহিব্বুল্লাহ, বাঁকুড়া -১,২ ও ছাতনা এই তিনটি ব্লক সংগঠনের জনৈক সম্পাদক মাওলানা আসাদুল হক, ওন্দা ব্লকের সম্পাদক মাওলানা মঈনুদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন দুবরাজপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি আহসানুল্লাহ ও মাওলানা শাকির সাহেব এবং বিশিষ্ট বক্তা মুফতি মুফিজুর রহমান সাহেব, কুম্ভস্থল মাজাহির উলুমের সম্পাদক হাজী মোমেজ্জাদ প্রমুখ।

পুজোয় ৫০০ মানুষকে বস্ত্র দিলেন ওসি

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বড়ঞা প্রতি বছরের মত এই বছরও শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে মমতা ব্যানার্জি অভিষেকের নির্দেশে বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার উদ্যোগে বড়ঞা ব্লকে বস্ত্র বিতরণ করা হলো।দুর্গাপূজার সময় যাতে সমস্ত ধরনের পরিবারগুলো নতুন বস্ত্র পরিধান করে পূজা মণ্ডপ গুলিতে ঘুরতে পারেন। তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড়ঞা বিধায়কের তরফে।এদিন নিজের হাতে প্রায় ৩০০ জনেরও মানুষকে নতুন বস্ত্র তুলেদেন। বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা তরফে জানানো হয়। চার থেকে পাঁচ হাজার পরিবারকে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হবে। বড়ঞা ব্লকের সমস্ত ভবঘুরে, পঞ্চায়েতে এলাকায় গুলিতে বস্তবিতরণ করা হবে। চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার পরিবারের হাতে এই নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। দুর্গাপুজোতে সবার সাথে নতুন বস্ত্র পরে পূজোর দিন গুলো আনন্দে কাঁটাতে পারে তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবঘুরে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বড়ঞা বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা, বড়ঞা যুব সভাপতি শামসের দেওয়ান। বড়ঞা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং নেতৃত্বরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুটি গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৬ জন

নকীব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: আজকের দুপুর সাত মাইল বাজার আইস ফ্যাক্টরির পাশে নামখানা দিক থেকে বকখালি দিকে যাওয়ার ও বকখালীর দিক থেকে নামখানা দিকে যাওয়ার সময় দুটি প্রাইভেট কার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সূত্রে জানা যায় জানা গেছে নামখানা দিক থেকে বকখালীর দিকে যাওয়ার প্রাইভেট গাড়িটিতে দুজন ছিল আর বকখালি দিক থেকে নামখানা দিকে প্রাইভেট গাড়িটিতে চারজন ছিল
আরে সংঘর্ষের কারণে দুটি প্রাইভেট গাড়িতে থাকা ছয়জনই গুরুতর আহত হয় ।আহত দের তড়িঘড়ি করে এলাকার মানুষ ওই দুটি প্রাইভেট গাড়িতে থাকা আহত দের কে দ্বারিকনগর প্রাথমিক হাসপাতালে পাঠানো হয়, খবর পেয়ে নামখানা থানা ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনে এর পাশাপাশি ওই দুটি গাড়ি দুটোকে থানায় নিয়ে যায়।

মাটির ঘরে মাটির প্রতিমা কুলতলিতে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: শহরের বুকে দিনের পর দিন কংক্রিটের নির্মাণ চলছে। গ্রাম বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত এলাকা কুলতলীর পূর্ব গাবতলা যুব শক্তি ক্লাবের এ বছরে তাদের ভাবনা "মাটির ঘরে মাটির প্রতিমা"মা দশভূজাকে বরণ করে নিল দোতালার বিশাল মাটির ঘরে মাটির প্রতিমাকে। প্রতিমা শিল্পী চিত্তরঞ্জন অধিকারী মাটির ঘরে মাটির প্রতিমা তৈরি করেছেন। আর ক্লাব সংগঠনের সদস্যরা তারাও এতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চিত্রকার্য ও ভাস্কর্য স্থানীয় চিত্রশিল্পী চন্দ্রকান্ত নস্কর ও স্বপন নাইয়ার। ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শিক্ষক জয়দেব সরদার ও সম্পাদক অরুন কুমার সরদার সহ ক্লাব এর সকল সদস্যরা। তাদের কথায় এ বছরের থিম মাটির ঘরে মাটির প্রতিমার ভাবনা যেভাবে দিনের পর দিন কংক্রিটের প্রাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে গ্রাম বাংলাও ঢাকছে শহর তো দূরের কথা। যেখানে অট্টালিকা কংক্রিটের। আর সেক্ষেত্রে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য এবং বংশ পরম্পরায় যে মা মাটি আর সেই মা মাটি-ভূমি কে টিকিয়ে রাখতে তাদের এমনই ভাবনা। মাটির ঘরে মাটির প্রতিমার পরিকল্পনা।

নির্মাণাধীন দোকানে বোমা ফেটে আহত এক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার গোদাহাট এলাকায় এক নির্মাণাধীন দোকানে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছে ১০ বছরের এক শিশু। স্থানীয় বাসিন্দা ফিরদোশের দোকান ঘরে বোমাটি রাখা ছিল বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার দুপুরে, ওই শিশু পায়রা ধরার জন্য দোকানের ভিতরে ঢুকে বোমার সংস্পর্শে আসে এবং তা ফেটে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় শিশুটিকে কিষানগঞ্জের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। বুধবার সকালে তল্লাশি চালিয়ে আরও একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ, যা পরে নিষ্ক্রিয় করা হয়। তবে, বোমা কিভাবে ও কেন সেই স্থানে রাখা হয়েছিল, তা এখনও রহস্য রয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
স্থানীয় এক বাসিন্দা মহম্মদ হুসেন বলেন, "এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। দ্রুত তদন্ত হওয়া উচিত, যাতে দোষীদের খুঁজে বের করা যায়।" এলাকার মানুষজন এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং পুলিশের কাছে প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের দাবি তুলেছেন। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

লেবাননও গাজার মতো ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে: নেতানিয়াহু

সারে-জমিন

টাকি শহরের পুজোয় মিশে যান হিন্দু-মুসলিম

রূপসী বাংলা

যে কারণে ফিলিস্তিনিরা মরে, তবু ভিটে ছাড়ে না

সম্পাদকীয়

মানুষকে কষ্ট দেয়া জুলুম

দাওয়াত

ভারতের কাছে ফের ভরাডুবি বাংলাদেশের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১০ অক্টোবর, ২০২৪
২৪ আশ্বিন ১৪৩১
৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 276 ■ Daily APONZONE ■ 10 October 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

ছুটি ও শুভেচ্ছা

শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে আপনজন-এর সব দফতরে ছুটি থাকায় ১১ থেকে ১৪ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। ১৫ অক্টোবর যথারীতি আপনজন প্রকাশিত হবে। শারদীয়া উপলক্ষে আপনজন-এর পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আপনজন কর্তৃপক্ষ

প্রথম নজর

চার্জশিট নিয়ে ডেপুটেশন

আপনজন: মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও সার্ভিস ডক্টর ফোরাম চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে করুণাময়ী থেকে মিছিল সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে। বুধবার করুণাময়ী মোড়ে জমায়েত হয়ে মিছিল যায় সিজিএ কমপ্লেক্সের উদ্দেশ্যে। তাদের দাবি, সিবিআইয়ের চার্জশিটে শুধুমাত্র ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার ছাড়া আর কারোর নাম নেই। কেন নেই? তাই সিবিআই দফতরে ডেপুটেশন জমা দেয় ডক্টর ফোরাম।

রসায়নে নোবেল পেলেন গুগলের দুই বিজ্ঞানীসহ ৩ জন

আপনজন ডেস্ক: এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস এবং জন জাম্পার। ডেভিড বেকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পার যুক্তরাজ্যের নাগরিক। বুধবার বিকালে মিনিটে সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এই নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে।রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি জানিয়েছে, ডেভিড বেকারকে 'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন' এর জন্য, এবং ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পারকে যৌথভাবে 'প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিকশন' এর জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ডেভিড বেকার যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক। ডেমিস হাসাবিস যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা, তিনি গুগলের ডিপমাইন্ড প্রজেক্টে কাজ করছেন এবং জন জাম্পারও হাসাবিসের মতোই গুগলের ডিপমাইন্ডের গবেষক

প্রথা অনুযায়ী, অক্টোবরের প্রথম সোমবার চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই হিসেবে ৭ অক্টোবর চিকিৎসাশাস্ত্রে 'মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার এবং পোস্ট-ট্রান্সক্রিপশনাল জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকার জন্য' যৌথভাবে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

পদার্থবিজ্ঞানে, জন জে. হোপফিল্ড ও জিওফ্রে ই. হিন্টনকে 'কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের সাথে মেশিন লার্নিং সক্ষম করে তোলার বুনিয়াদি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য' যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯০১ সাল থেকে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার নোবেল প্রদান করা হচ্ছে, যা সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। নোবেল উইল করে গিয়েছিলেন যে তার যাবতীয় অর্থ থেকে প্রতি বছর পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, শান্তি ও সাহিত্য– এই ৫টি খাতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিও এই তালিকায় যুক্ত হয়।

সিনিয়র ডাক্তারদের ইস্তফার স্রোত চলছে

স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ইস্তফা দিলেন ৬০ জন চিকিৎসক।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করে গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। আগস্টে ধর্ষণ ও খুনের শিকার মৃত মহিলা চিকিৎসকের বিচারের দাবিতে আমরণ অনশনে থাকা চিকিৎসকদের প্রতি সংহতি জানাতে তারা পদত্যাগ করেছিলেন।শহরের কেন্দ্রস্থলে সাত জুনিয়র ডাক্তারের অনির্দিষ্টকালের অনশন ধর্মঘট এবং পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলিতে তাদের সহকর্মীদের সংহতি জানিয়ে ১২ ঘন্টার প্রতীকী অনশনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের দুটি প্রধান মেডিকেল কলেজ থেকে প্রবীণ চিকিৎসকদের গণ পদত্যাগ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের প্রবীণ চিকিৎসকদের একাংশ আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁরাও সেই পথে হাঁটতে পারেন এবং পদত্যাগ করতে পারেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক স্নিগ্ধা হাজরা, তনয়া পাঁজা ও অনুষ্টুপ মুখোপাধ্যায়, এসএসকেএমের অর্ণব মুখোপাধ্যায়, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পুলস্তা আচার্য এবং কেপিসি মেডিক্যাল কলেজের সায়ন্তনী ঘোষ হাজরা শনিবার সন্ধ্যা থেকে আমরণ অনশন করছেন। রবিবার তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরফে অনিকেত মাহাতো। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের আরও দুই জুনিয়র ডাক্তারও সহকর্মীদের সমর্থনে টানা তৃতীয় দিনের মতো অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন, জুনিয়র ডাক্তাররা বুধবার টানা পঞ্চম দিনের মতো আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের সমর্থনে মঙ্গলবার শহরে দু'টি মিছিল করে বুধবার শহরের করুণাময়ী মোড় থেকে সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতর পর্যন্ত আরও একটি মিছিল নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছিলেন প্রবীণ চিকিৎসকরা। কলকাতার দুর্গাপুজোর মণ্ডপগুলিতে অভয়ার বার্তা নিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, জুনিয়র ডাক্তারদের ইমেল করে বুধবার বৈঠকে ডাকেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে রাজ্যের টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের ৮ থেকে ১০ জনের প্রতিনিধি দল যেতে পারবেন বলে ইমেলে জানানো হলেও প্রায় ২০-২৫ জন জুনিয়র ডাক্তার রাত নটা নাগাদ। স্বাস্থ্য ভবনে পৌঁছন। সেখানেও তারা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তোলেন। মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। বৈঠকে উপস্থিত থাকছেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং ডিজি রাজীব কুমারও। বেশ কিছু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা রয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল কখনই সমর্থন করব না: হেমন্ত সোরেন

আপনজন ডেস্ক: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন আজ মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রতিনিধি দলকে বলেছেন, সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-কে তারা কখনই সমর্থন করবেন না। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করার কারণ এবং এই বিলটি কীভাবে ওয়াকফ আইনকে দুর্বল ও লঘু করে এবং ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের পথ প্রশস্ত করে তা জানায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই কাজ সংবিধান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং দেশের বহুত্ববাদী কাঠামোর পরিপন্থী বলেও তাঁকে জানান তিনি।

সাইফল্লাহ মুসলিম পার্সোনাল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বোর্ডের পরিচয় করিয়ে দেন এবং বিলের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। বোর্ডের কার্যনির্বাহী সদস্য ড. এস কিউ আর ইলিয়াস মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আদিবাসী ও প্রান্তিক অংশের কণ্ঠস্বর হিসাবে আমরা আপনার কাছ থেকে আশা করি যে আপনি এগিয়ে আসবেন এবং সংখ্যালঘুদের দমনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে আমাদের সমর্থন করবেন। ধৈর্য ধরে শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করে বলেন, "আমি সবসময় মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত ইস্যুগুলির পাশে দাঁড়িয়েছি এবং তা অব্যাহত রাখব। এই বিদ্বেষপূর্ণ বিলটি যাতে সংসদে পাস না হয় তা দেখার জন্য আমি প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রচেষ্টা নেব এবং আগামীকালই আমরা বিলটির বিরুদ্ধে আমাদের মন্ত্রিসভায় একটি প্রস্তাব পাস করব। প্রতিনিধি অবশেষে বিলের বিভিন্ন বিধানের সমালোচনামূলক অধ্যয়নের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নোট তার কাছে জমা দেন।

সম্প্রীতির বন্ধনে গোবরডাঙ্গায় একই স্থানে হয়ে আসছে পুজো মণ্ডপ, ঈদের নামাজ, বড়দিনের মেলা

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: একই স্থানে ঈদের নামাজ, দুর্গাপুজোর মণ্ডপ, বড়দিনের মেলা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘ বছর ধরে। সম্প্রীতির এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যাবে গোবরডাঙ্গা শহরে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ঐতিহ্যবাহী শহর গোবরডাঙ্গার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গড়পাড়া এলাকায় ১৮৮৫ সালে তৈরি হয়েছিল একটি মসজিদ। সেই মসজিদের প্রাঙ্গণ বলতে সামনেই রয়েছে ছোট মাঠ, সেখানেই ঈদের সময়ে নামাজ আদায় করেন স্থানীয় মুসলিমরা। সেই প্রাঙ্গণেই আবার প্রতি বছর তৈরি হয় দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। পুজো আসতেই দর্শনার্থীদের ভিড়ে জমজমাট থাকে মসজিদ প্রাঙ্গণ। মসজিদের পিছনেই রয়েছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বাড়ি, সেখানে আবার প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর ধুমধাম করে পালন করা হয় বড়োদিন। সেদিনেও মেলা বসে ওই মসজিদ প্রাঙ্গণেই। সব মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক বেনজির মেলবন্ধন।

মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত ইয়ংস্টার ক্লাব, ক্লাবটি ১৯৬৫ সালে তৈরি হয়, পুজোর আয়োজনে করে তাঁরাই। ক্লাবের সভাপতি সুজয় গাইন বলেন, দীর্ঘ ৪৯ বছর ধরে আমরা এখানে পুজো করছি, এখানে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথেই থাকি, আমাদের পুজো কমিটির মধ্যে মুসলিম ভাইয়েরা থাকেন আবার ঈদে তেমনই আমরা ওঁদের সহযোগিতা করি। অন্যদিকে এই পুজো কমিটির সহ-সভাপতি হলেন একজন খ্রিস্টান তার নাম সুনীল জন।' ২০১৭ সালে ঈদের নামাজের কারণে মন্ডপ খুলে স্থানটিতে নামাজের জন্য জায়গা করে দিয়েছিল পূজো কমিটি।

এ বছরও দেখা গেল একেবারে ব্যতিক্রমী চিত্র, স্থানভাবে মসজিদের বাইরে মসজিদেরই ছাউনির নিচে রাখা হয়েছে পুজো প্যান্ডেলের বিদ্যুতের সরঞ্জাম, প্যান্ডেল তৈরির বেশ কিছু সামগ্রী। তাতে অবশ্য আপত্তি নেই মসজিদ কমিটির।

পুজো কমিটিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুজোর কটা দিন মসজিদের সৌন্দর্যায়নে আলো দিয়ে সজ্জিত করে দিয়েছেন। একদিকে যখন মন্ডপে পুজোর কাজ সারছেন পুরোহিত, অন্যদিকে তখন মসজিদে এবাদাতে মশগুল মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষেরা। এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির বহন করে চলেছে গোবরডাঙ্গা। গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত এ প্রসঙ্গে জানান "গোবরডাঙ্গা সম্প্রীতির জায়গা, আর গড়পাড়া এলাকার এমনই চিত্র দীর্ঘদিন ধরে আমরা দেখে আসছি, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করছেন। হিন্দুরা পুজো করছেন, মুসলিমরা মসজিদে নামাজ পড়ছেন এটাই গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতি, আগামী দিনেও এই সম্প্রতি বজায় থাকবে" বলে আশা প্রকাশ করেন শংকর বাবু। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ১৯৬০ এর দশকে সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণে বহু মুসলিম পরিবার এখান থেকে চলে যায়। থেকে গিয়েছিল হাতে গোনা কয়েকটি পরিবার, দীর্ঘ দিন সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে ওই মসজিদটি।

পরবর্তীতে মসজিদ সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন হিন্দুরাও। গড়পাড়া জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন মোহাম্মদ সুরাদ বলেন আমরা গড়পাড়াবাসী সর্বধর্ম সমন্বয়ে মিলেমিশে বসবাস করি, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, আমরা একে অপরের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ায়, ভালোই আছি আমরা। সব মিলিয়ে এই গোবরডাঙ্গা শহর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় রাজ্যে নজির সৃষ্টি করল।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশির বাংলো সিল করে দিল পূর্ত দফতর

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বাসভবন সিল করে দিয়েছে পূর্ত দফতর। আয়কর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, কেজরিওয়াল বাড়ি খালি করার পর চাবি সরাসরি অতিশিকে দেওয়ার কথা ছিল। সোমবার জিনিসপত্র নিয়ে উত্তর দিল্লির সিভিল লাইন এলাকার ওই বাংলোয় ওঠেন অতিশী। আজ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে দাবি করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে অতিশির সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছেন দিল্লির উপরাজ্যপাল।

তবে দিল্লি বিধানসভার দলনেতা বিজেন্দ্র গুপ্তা দাবি করেছেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে বেআইনিভাবে বাংলোয় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, কেন প্রোটোকল মেনে বাংলোটি পূর্ত দফতরকে হস্তান্তর করা হল না? অথচ সিল করা হল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাংলো। দিল্লির বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব প্রশ্ন তুলেছেন, ওই বাংলোতে কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যে সংশ্লিষ্ট দফতরের হাতে চাবি তুলে না দিয়ে ফের বাংলোয় ঢোকার চেষ্টা করছিলেন?

সচদেবের দাবি, বাংলোটি এখনও কেজরিওয়ালের দখলে। তিনি বলেছিলেন যে কেজরিওয়াল যেভাবে অতিশীকে বাংলোটি হস্তান্তর করার চেষ্টা করেছিলেন তা "অসাংবিধানিক"। অতিশীকে তো একটা বাংলো বরাদ্দ করা হয়ে গেছে, তাহলে বাংলো নেবে কী করে? অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে ওই বাংলোতে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৭৬ সংখ্যা, ২৪ আশ্বিন ১৪৩১, ৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব

সরকারের প্রশাসন কতটা কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিতেছে, তাহা লইয়া ইতিমধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না । এই প্রশাসন কীভাবে চলিবে? প্রশাসন তো প্রশাসনের মতো নাই। স্থবিরতা ও অস্থিরতা লইয়া সরকারি প্রশাসন কী করিয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবে? আমাদের দেশে এক সরকার আসিয়া কিছু সংস্কার বা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়, তো আরেক সরকার আসিয়া তাহা আবার সংস্কার করে, এমনকি বহু ক্ষেত্রে আমুল পালটাইয়া দেয়। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পড়েন মহাবিপদে। তাহারা অনেক সময় হইয়া পড়েন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইহা ছাড়া আমলাতন্ত্রের জন্য যে রুলস-রেগুলেশন রহিয়াছে, তাহা মানিয়া না চলিবার কারণে প্রশাসনে দেখা দেয় একধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। তাহাদের জন্য বইয়ে যেসব নিয়মকানুনের কথা লেখা রহিয়াছে, তাহা অনুযায়ী তাহারা দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করিতে পারেন না প্রায়শই। আখেরে ইহাই দেশ ও জাতির জন্য ডাকিয়া আনে সর্বনাশ ও অমঙ্গল।

অবশ্য কোনো নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা তাহারা সংশ্লিষ্ট মহলে তুলিয়া ধরিতে পারেন। ইহার নজির যে দেশে নাই, তাহা নহে। ইহার পর যদি সেই নিয়ম পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে খুবই ভালো কথা। কিন্তু রুলস অব বিজনেসে যাহা কিছুই লেখা থাকুক না কেন, তাহারা তাহা মানিতে বাধ্য । ইহা মানা হয় না বা ইহার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয় বলিয়া পরবর্তী সরকার আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি তখন তাহাদেরও জেলে যাইতে হয়, রিমান্ডের মুখোমুখি হইতে হয়।

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ রহিয়াছে-_'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' । ফলে আমলারা অনেক ক্ষেত্রে নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিয়া মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ইচ্ছামতো পরিচালিত হন । ইহার মাধ্যমে তাহারা জনপ্রতিনিধের বিপদে ফেলেন, আবার নিজেরাও গভীর বিপদে নিমজ্জিত হন । তাহারা অনেক সময় চাকুরির মায়া বা পরিবার-পরিজনের দিকে তাকাইয়া প্রতিবাদ করেন না বা করিতে পারেন না। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলিতে গিয়া পরে দেখেন যে, তাহারা যেই সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা আইনবিরুদ্ধ তথা রুলস অব বিজনেসে নাই। এইখানে বড় প্রশ্ন হইল, আমলাতন্ত্র কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে? একটি রাষ্ট্রে রাজনীতিবিদরা যাহাতে যাহা খুশি, তাহা করিতে না পারেন সেই চেকস আন্ত ব্যালেন্সের জন্য তাহাদের সৃষ্টি । তাহারা রাষ্ট্রের অতন্ত্র প্রহরী এবং ধারাবাহিকতার রক্ষক। কিন্তু তাহারা যখন ভয়ভীতি প্রদর্শন বা প্রলোভনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া দলীয় কর্মীর মতো আচরণ করেন, তখন তাহারা গোটা সিস্টেমকে দূষিত করেন । আরো দুঃখের বিষয় হইল, এই ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র রাজনীতিবিদরাই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে একটি রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের ছাপ থাকে এবং সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

বস্তুত আমলাতন্ত্র সৃষ্টির পশ্চাতে যে মহান লক্ষ্য রহিয়াছে, তাহার প্রতি আমাদের সুদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে আমরা এই প্রশ্নও রাখিতে চাই, তাহাদের কেন ওএসডি করা হইবে বা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে? আজ সরকারের কিছু সাবেক কর্মকর্তা যে বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা কি তাহাদের কর্তব্যের সীমা সম্পর্কে অসচেতনতা ও অপরিপামদর্শিতার ফল নহে? আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি, সম্প্রতি বিভিন্ন নির্বাচনে স্থানীয় প্রশাসন, ডিসি-এসপি এমনকি স্পর্শকাতর বিভাগের লোকজন কী ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করিয়াছেন? এমন কর্মকাণ্ড তাহারা কোন এক্তিয়ারে করিয়াছিলেন? অতএব, নিয়মানুবর্তিতাই সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত। এই দায়িত্ব ভুলিয়া গেলে আজ হউক বা কাল হউক এই জন্য তাহাদের মূল্য দিতে হইবে।

যে কারণে ফিলিস্তিনিরা মরে, তবু ভিটে ছাড়ে না

ফিলিস্তিনিদের বলা হচ্ছে, ইসরায়েলের 'সামরিক অভিযান' শেষ হলে তারা আবার তাদের ভিটাবাড়িতে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, ঔপনিবেশিকরণের জন্য ভূমি খালি করার উদ্দেশেই এই গণহত্যা চালানো হচ্ছে। ১৯৪৮ সালের নাকবার সময়ও এমন হয়েছিল। জাতিসংঘে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হওয়ার পরও ফিলিস্তিনিদের কখনোই তাদের বাড়িতে আর ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। এ কারণেই ফিলিস্তিনিরা কখনো তাদের ভিটে ছাড়বে না। কিছু বাইরের মানুষের পক্ষে ফিলিস্তিনিদের ভূমির প্রতি অবিচল ভালোবাসার বিষয়টি বোঝা কঠিন হতে পারে। লিখেছেন **আহমদ ইবসাইস...**

খাতাপত্রের হিসাব বলছে, গত এক বছরে ইসরায়েলের চালানো গণহত্যায় গাজায় প্রায় ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তবে ব্যাপকভাবে অনুমান করা হয়, নিহত ব্যক্তির প্রকৃত সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি।

এই সময়টাতে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী দফায় দফায় পশ্চিম তীরেও হামলা চালিয়ে সেখানকার ৭৪০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

গত মাসে ইসরায়েল লেবাননে তাদের সহিংস আক্রমণ বাড়ায়। সেখানে শুধু ২৩ সেপ্টেম্বরে হামলায় ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। দুই সপ্তাহে ইসরায়েল লেবাননের দুই হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার পুরো বসতি এলাকা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তারা বুলডোজার দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে, অবকাঠামো ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বোমা মেরে ধ্বংস করেছে।

আবাসিক ভবনগুলোকে তারা পিষে ফেলেছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। পানি সরবরাহ কেন্দ্র, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সৌর প্যানেলগুলো ধ্বংস করা হয়েছে।

এককথায় ইসরায়েল গাজায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনিদের গাজার বিশাল অংশ থেকে 'খালি' করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইসরায়েলি সেনারা গাজার মাত্র ১৬ শতাংশ ভূমিতে ফিলিস্তিনিদের ঠেলতে ঠেলতে এনে জড়ো করেছে।

ঠিক একই কৌশলটি তারা পশ্চিম তীরের কিছু এলাকায়ও অবলম্বন করেছে। এখন লেবাননে সেই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিনিদের বলা হচ্ছে, ইসরায়েলের 'সামরিক অভিযান' শেষ হলে তারা আবার তাদের ভিটাবাড়িতে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, ঔপনিবেশিকরণের জন্য ভূমি খালি করার উদ্দেশেই এই গণহত্যা চালানো হচ্ছে।

১৯৪৮ সালের নাকবার সময়ও এমন হয়েছিল। জাতিসংঘে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হওয়ার পরও ফিলিস্তিনিদের কখনোই তাদের বাড়িতে আর ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। এ কারণেই ফিলিস্তিনিরা কখনো তাদের ভিটে ছাড়বে না।

কিছু বাইরের মানুষের পক্ষে ফিলিস্তিনিদের ভূমির প্রতি অবিচল ভালোবাসার বিষয়টি বোঝা কঠিন হতে পারে।

বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা আমাদের বহিষ্কার করে ভেবেছিল আমরা আরব বিশ্বের বাইরে চলে গিয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে যাব।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, ফিলিস্তিনিরা যেখানেই যাক, সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে তারা তাদের ভূমির ন্যায্য দাবিতে অটল আছে। তারা হাল ছাড়েনি।

প্রশ্ন হলো, ক্রমাগত বোমাবর্ষণ, হামলা, বসতি স্থাপনকারীদের দখল এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের মুখেও কেন ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়ি ও পূর্বপুরুষদের ভূমি ছেড়ে যেতে চায় না?

এই প্রশ্নটি ফিলিস্তিনি পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং মৌলিক একটি বিষয়।

এটি শুধু ভৌগোলিক অবস্থান বা সম্পত্তি মালিকানার ব্যাপার নয়।

এটি একটি গভীর সংযোগের বিষয়, যা ফিলিস্তিনি ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সামষ্টিক স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ফিলিস্তিনের মাটির সঙ্গে জুড়ে থাকার এ সিদ্ধান্তে একধরনের জেদ রয়েছে। কারণ, তারা মনে করে, নিজের আবাস ছেড়ে যাওয়া মানে এমন একটি সংযোগ ছিন্ন করা, যা কয়েক প্রজন্ম ধরে টিকে আছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ হিসেবে ফিলিস্তিনিদের সংস্কৃতিতে এবং সামষ্টিক চেতনায় ভূমির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। জলপাইগাছ এই সংযোগের প্রতীক।

জলপাইগাছের প্রাচীন ইতিহাস আছে। শত প্রতিকূলতায় এই গাছ টিকে থাকতে পারে। এর শিকড় অনেক নিচে গেড়ে যায়। এই গাছের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের গভীর মিল আছে।

এখানকার পরিবারগুলো এই গাছগুলোকে যত্ন করে, যেমন তারা তাদের ঐতিহ্যকে যত্ন করে।

জলপাই সংগ্রহ করা, তা থেকে তেল বের করা এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সেই তেল ভাগ করা তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের মতোই একটি কাজ।

এ কারণেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের জলপাইবাগানগুলো ধ্বংস করে আনন্দ পায়।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি এই নিরন্তর অমানবিকতা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গাজার মানুষ যখন গণহত্যার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের হাল ছাড়ার কোনো অধিকার নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের দৃঢ়তা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং অন্য সমাজকে জানাতে হবে যে আমরা আছি, আমরা বেঁচে আছি এবং আমরা এমন এক পৃথিবীতে টিকে থাকব, যে পৃথিবী আমাদের মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

তারা জানে, একটি জলপাইগাছ ধ্বংস করলে তা শুধু ফিলিস্তিনিদের জীবিকার ওপর আঘাত হানে না, এটি ফিলিস্তিনি পরিচয়ের ওপরও আঘাত হানে।

নিরলসভাবে ফিলিস্তিনি জলপাইবাগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো মধ্যে ইসরায়েলের এই পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়।

১৯৬৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনের প্রায় ৮ লাখ জলপাইগাছ উপড়ে ফেলেছে।

আদি পুরুষের ভূমির সঙ্গে এই সংযোগ আমাদের প্রবাসী ফিলিস্তিনিদের মধ্যেও রয়েছে।

আমি নিজে পশ্চিম তীরের নাবলুসে জন্মেছি, কিন্তু বেড়ে উঠেছি ফিলিস্তিনের বাইরে।

দূরে থাকলেও আমি কখনোই ফিলিস্তিনি ভূমির সঙ্গে আমার নাড়ির টান অনুভব করা বন্ধ করিনি।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় আমার পরিবারকে ভিটা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমার বাবা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে তাঁর বাবার জমি লুট করতে এবং সেই জমিকে সামরিক চেক পয়েন্টে পরিণত করতে দেখেছিলেন।

আমার মাকে কাজে যাওয়ার পথে বসতি স্থাপনকারীরা গুলি করেছিল। আমার বাবা-মা পরে দেশ ছাড়েন। এটি তাঁদের ইচ্ছাকৃত দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত ছিল না।

শুধু জানেন, বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছিল।

দুই দশক ধরে আমি নিয়মিতভাবে ফিলিস্তিনে গিয়েছি। সেখানে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করতে এবং ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে দিতে দেখেছি।

আমি ছোটবেলায় যে জায়গাগুলোকে ইসরায়েলিদের দখল করে বাড়ি তৈরি করতে দেখেছিলাম, সে জায়গাগুলো এখন পুরোদস্তুর শহরে পরিণত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি পাড়া-মহল্লাগুলোকে অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

কিন্তু আমি এক দিকে যেমন ফিলিস্তিনি জলপাইগাছ পুড়তে দেখেছি, ফিলিস্তিনিদের পানি চুরি হতে দেখেছি এবং ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি ভাঙতে দেখেছি; অন্যদিকে আমি তাদের রুখে দাঁড়ানো ও বিদ্রোহও দেখেছি।

ইসরায়েলিরা পানির সরবরাহ লাইন কেটে দেওয়ার পর পানি সংরক্ষণের জন্য ফিলিস্তিনিরা ট্যাংক তৈরি করছে; বোমায় ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়ার পর রাতে নিজেরা ঘর পুনর্নির্মাণ করছে এবং ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের আক্রমণের শিকার হওয়া পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য অন্য পরিবারগুলো ছুটে এসেছে।

গত বছর ইসরায়েলি সহিংসতা গণহত্যার পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মনোবল টলেনি। তারা ভেঙে পড়েনি। জেনিন থেকে গাজা পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা কোনোরকমে টিকে থেকে ইসরায়েলি হামলা ও বোমাবর্ষণের মধ্যেই প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে।

দখলদার যতই ফিলিস্তিনিদের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, ফিলিস্তিনিরা ততই অস্তিত্ব টেকাতে উদ্ভাবনশীল হয়ে উঠেছে।

সাইকেল দিয়ে চালিত ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচা, কাদামাটি দিয়ে তৈরি মাটির চুলায় রুটি বানানো, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দিয়ে জেনারেটর বানানো তাদের মনোবলের দৃঢ়তাকে স্পষ্ট করে।

এদিকে আমরা যাঁরা প্রবাসে আছি, তারা কখনোই ফিলিস্তিনকে ভুলিনি। আমরা বেদনা ও আতঙ্কের সঙ্গে গণহত্যার ঘটনা দেখছি।

আমাদের আশ্রয় দেওয়া দেশগুলোর নেতাদের চোখ বুজে থাকাও দেখছি। আমরা এখানে থেকে বুঝতে পারি, পশ্চিমের অনেকেই ফিলিস্তিনি জীবনের মূল্যে বিশ্বাস করে না। তারা আমাদের মানুষই মনে করে না।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি এই নিরন্তর অমানবিকতা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গাজার মানুষ যখন গণহত্যার মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের হাল ছাড়ার কোনো অধিকার নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের দৃঢ়তা জাগিয়ে তুলতে হবে এবং অন্য সমাজকে জানাতে হবে যে আমরা আছি, আমরা বেঁচে আছি এবং আমরা এমন এক পৃথিবীতে টিকে থাকব, যে পৃথিবী আমাদের মুছে ফেলার চেষ্টা করছে।

'আমরাই জমি'—এই রূপকটি শুধু কবিতায় ব্যবহার্য জিনিস নয়। এটি ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য বাস্তবতা। যখন ফিলিস্তিনিদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তোমরা কেন চলে যাচ্ছ না?' তখন তারা উত্তর দেয়, 'আমরা কেন যাব?'

এটি ফিলিস্তিনি জমি। এই জমি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ফিলিস্তিনিদের রক্ত ও অশ্রু দিয়ে চাষ করা হয়েছে।

এই জমি ছেড়ে দেওয়া মানে সবকিছু হারানো। এই জমি ছেড়ে যাওয়া মানে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আমাদের সামষ্টিক আত্মাকে মুছে ফেলতে দেওয়া।

এক বছর ধরে চলা এই গণহত্যার মধ্যেও ফিলিস্তিনিরা নিজের জমিতেই থেকে গেছে; কারণ তারা থাকতে বাধ্য।

আহমদ ইবসাইস একজন প্রথম প্রজন্মের ফিলিস্তিনি-আমেরিকান নাগরিক এবং আইনের শিক্ষার্থী আল-জাজিরা থেকে নেওয়া অনুবাদ

সমগ্র বাঙালি নেতৃত্বের অভাবে ধুঁকছে!

আয়াজ আহমদ মাঝারভূঁইয়া

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড প্রমুখ রাজ্যে বাঙালি বসবাস করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালির সাড়াজাগানো নেতৃত্ব তেমন দেখা যায়নি। বলা চলে, পশ্চিমবঙ্গের কতক বাঙালি নেতা ছাড়া বিশাল ভারতের অন্য জায়গায় প্রথিতযশা বাঙালি নেতা বের হননি। ধর্মে দুটকরো ভারতীয় বাঙালির ঘরের নেতা ছাড়া অন্য ভাষাভাষী বা জাতির নেতা বাঙালির ভবিষ্যৎ ও এলাকাবাসীর উন্নয়ন নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কৈ? নিজের ভাববেন না বাঙালির ভাববেন! জাত্যাভিমান, ভাষাপ্রেম , দেশপ্রেম, বংশটান , জাতিপ্রেম বা জাতিসত্তার চেতনা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে থাকে। অতীতে ছিলো বর্তমানেও পাওয়া যায়। অপ্রিয় হলেও সত্য, " বর্তমান বাঙালি নেতাদের মধ্যে জাতিসত্তার চেতনা ও জাতি প্রেম শূন্যের কোঠায়। অবশ্য আসামে এনআরসি'র শেষ দিনগুলোতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি-জাতিসত্তার পরিচয় দেন। তবে লোকদেখানো বা রাজনৈতিক মুনাফা লাভে বাঙালি জাতিসত্বার প্রমাণ দাঁড় করানো নেহাত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে বাঙালিয়ানা, জাতিপ্রেম মাথা উঁচু অপ্রতিরোধ্য চীনের প্রাচীর রূপে চিত্রিত হবে না। ধর্মের উর্ধ্বে বাঙালি পরিচয় এক ও অভিন্ন হবে না। বাঙালির কোমর শক্ত হবে না। বাঙালি রাজ্যগুলো , অবাঙালি অধ্যুষিত রাজ্যের বাঙালি এলাকার নজরকাড়া আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আসবে না। বাঙালি ধর্মই খুঁজবে। জাতি ও ভাষা ভুলে যাবে। বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান রূপে ফেটে পড়ে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেবে। নিজের মধ্যে মারামারি করবে। বাস্তবে করছেও। যেমন: আসাম, ত্রিপুরায় এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও। যদিও আসাম, ত্রিপুরার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে ধর্মাশ্রিত আচরণ বা হিন্দু-মুসলমান করা সামান্য মেলে। ইদানিং বাঙালিরা নিজেদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রীক চেতনার জলাতঙ্কে ভোগছেন। যা বাঙালির ভবিষ্যৎ ও জাতিসত্তার জন্য সুখকর নয়। মুসলিম আমল থেকে ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বাঙালির বিভিন্ন অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বাঙালির মেধা, প্রতিবাদী মনোভাব, দেশপ্রেম, ভাষাপ্রেম, জাতিপ্রেম অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি। বিজ্ঞান, সাহিত্যে , চিকিৎসায় , খেলাধুলায় , দেশ ও সমাজ গঠনে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। বাঙালির কাছে অন্যান্য জাতি শিশু মাত্র। মায়ের কোলে সদ্যজাত। বাঙালি অতীত এরকমই ছিলো। বাঙালি জাতি কি পারে না? বাঙালি সব পারে, সব জানে। চালকের অভাবে বাঙালি তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারেনি। গণনেতা বা শক্তিশালী বাঙালির নেতৃত্বাধীন বাঙালি মহা-ঐক্য গঠন করা হলে বাঙালি বিশ্ব শাসন করতে পারতো। যাই হোক, খন্ডিত ভারতে স্বাধীনতার প্রায় ৮০ বছর পর আজ বাঙালি মহা-ঐক্য বা বাঙালিয়ানার কথা মনে আসার কারণ – শ্রদ্ধেয় বাঙালি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। বিপ্লবী বাঙালি বিপ্লব ভুলে গেছে। জ্ঞানী বাঙালি জাতিসত্বার চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে ধর্মে টুকরো হয়ে অজ্ঞানী সেজেছে। বিশ্বে বা ভারতে বাঙালির কথা চলে না। প্রশংসিত বাঙালির প্রশংসা আজ হয় না। ছন্দের যাদুকর, সুকান্ত, জীবনানন্দ, জসীমউদ্দীন, নজরুল ও রবিঠাকুর অস্তমিত। তবে কি বাঙালির ভবিষ্যৎ অন্ধকার? না আঁধারে আলো জ্বালাবে কেউ? বেড়ে ওঠবে বিপ্লবী বাঙালির ভারতীয় সংস্করণ? তৈরি হবে বাঙালি জাতিসত্বার ভিত্তিতে রাজনীতি করা প্রজন্ম? যে প্রজন্ম ভারত সহ পুরো বিশ্বের বাঙালিদের নিয়ে রাজনীতি করবে! ধর্মকে রাজনীতিতে আনবে না। কে হিন্দু কে মুসলিম সে কথা আর কেউ বলবে না? বলবে আমরা বাঙালি, 'দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার হেলঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!' আরো বলবে, 'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন– এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য ও প্রবীণের সোনালি প্রজ্ঞা

সানজিদা আয়েশা

মহাশ্বেতা দেবী তার 'হাজার চুরাশির মা' বলেছিলেন, প্রতিটি বিকেল দুপুরের কড়া রোদের ঝাঁজ মেখেই তারপর আসে। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রাতের চক্রের মতই মানুষের জীবনচক্র শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য পার হয়ে অবশেষে মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি হয়। রবিঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়, 'দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু। পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু।' মানুষ তার জীবনের প্রথম ও শেষ পর্যায়ে প্রাকৃতিকভাবেই অসহায় থাকে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ৬০ বছর বয়সি মানুষকে প্রবীণ হিসেবে গণ্য করা হয়। শিশু জন্মের হার কমে যাওয়া, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১.৬ বিলিয়ন হবে সমীক্ষা এমনটাই বলছে। এবারের প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো: Aging with dignity: The importance of strengthening care and support system for older people worldwide. বাংলায় যেটা হলো মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তাব্যবস্থা শক্তিশালী করণ।ইংরেজিতে একটা কথা আছে Ageing gracefully, মানুষ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাতেই তার তৃতীয় নয়ন উন্মুক্ত হয়, যাকে আমরা প্রজ্ঞা বলি, প্রজ্ঞা জ্ঞানের থেকেও বেশি কিছু। প্রবীণদের এই প্রজ্ঞা বেশি থাকে বিধায় তাদের সম্মান করতে হয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে শারীরিক শক্তি কমে যাওয়ায় তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা পর্যাপ্ত যত্ন এবং সান্নিধ্য প্রদান করি, তাদের কথা মন দিয়ে শুনি। একজন প্রবীণের সমাজে অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি যদি চলনশক্তিহীনও হন, তবুও পরিবারের সবার জন্য তিনি ছায়াদানকারী বৃক্ষের মতো। এলিনর রুজভেল্ট যেমন বলেছিলেন, বৃদ্ধ মানুষরা প্রকৃতির একটি সুন্দর শিল্পকর্মের মতো। উন্নত দেশগুলো কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হয়। তাই এর সামাজিক নিরাপত্তা অংশটি বেশ শক্তিশালী থাকে। বিশ্বের সকল দেশের সকল সংস্কৃতির মতো বাংলার আবহমান সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রবীণদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে, তাদের সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে। তবে পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সামাজিক কাঠামোর কিছুটা পরিবর্তন আসছে। বড় পরিবারগুলো ভেঙে ক্ষুদ্র একক পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রবীণরা হয়ে পড়ছে একাকী, নিঃসঙ্গ। অথচ শিশুর সামাজীকীকরণে এই বয়স্ক মানুষগুলোর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। আবার তাদের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণে শিশুদের ভূমিকা রয়েছে। সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী এরা উভয়ে একে অন্যের চমৎকার পরিপূরক। তাছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যদেরও গুরুজনদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রবীণদের প্রতি ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। তাদের জীবসায়াহ্নে তাদের ভরণপোষণ করা, যত্ন করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, দেখাশোনা করা, পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রথম নজর

সুস্থ আছেন সৌদি বাদশাহ, জানালেন প্রিন্স সালমান

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান জানিয়েছেন বাদশাহ সালমান সুস্থ আছেন।মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় এ তথ্য জানান যুবরাজ সালমান। এ সময় তিনি বলেন, যারা বাদশাহর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। খবর আনাদোলুর।

দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এসপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহামান্য ক্রাউন প্রিন্স দুই পবিত্র মসজিদের কাস্টোডিয়ানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন। যারা বাদশার স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এর আগে গত রোববার সৌদির রয়্যাল কোর্ট ঘোষণা করেন বাদশার ফুসফুসের প্রদাহের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা করাবেন। এর আগে ২০২২ সালের মে মাসে রাজা এক কলোনোস্কোপি এবং অন্যান্য মেডিকেল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০২০ সালে গলব্লাডার অপারেশনও করিয়েছিলেন।

বাদশা সালমান ২০১৫ সাল থেকে সৌদি আরব শাসন করছেন, এর আগে তিনি দেড় বছরের জন্য ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে ছিলেন।

ফ্লাইটের মাঝপথে টার্কিশ এয়ারলাইনসের পাইলটের মৃত্যু, নিউ ইয়র্কে জরুরি অবতরণ

আপনজন ডেস্ক: টার্কিশ এয়ারলাইনসের একজন পাইলট ফ্লাইট চলাকালীন অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। এতে তুরস্কের জাতীয় এয়ারলাইনসের বিমানটি নিউ ইয়র্কে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। সংস্থাটি বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে।

টার্কিশ এয়ারলাইনসের মুখপাত্র ইয়াহইয়া উস্তুন এক্সে জানান, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিমানটি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের সিয়াটল শহর থেকে উড্ডয়ন করেছিল।

পরে ফ্লাইটটি নিউ ইয়র্কে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে যাত্রীদের তুরস্কে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মুখপাত্র লিখেছেন, 'আমাদের এয়ারবাস ৩৫০...সিয়াটল থেকে ইস্তাম্বুলগামী টিকে২০৪ ফ্লাইটের পাইলট বিমান চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অন্য পাইলট ও কো-পাইলট জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অবতরণের আগেই তার মৃত্যু হয়।

৫৯ বছর বয়সী ক্যাপ্টেন ইলচিন পেলিভান ২০০৭ সাল থেকে টার্কিশ এয়ারলাইনসে কর্মরত ছিলেন। গত মার্চ মাসেও তিনি একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা পাস করেছিলেন, যেখানে তার কোনো শারীরিক সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি বলে উস্তুন জানিয়েছেন।

এ ছাড়া ইয়াহইয়া উস্তুন টার্কিশ এয়ারলাইনস পরিবারের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের ক্যাপ্টেনের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবার, সহকর্মী ও প্রিয়জনদের জন্য ধৈর্য ও শক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছি।'

লেবাননও গাজার মতো ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে, হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, লেবাননও ফিলিস্তিনের গাজার মতো ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সদ্য প্রয়াত নেতা হাসান নাসরুল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরিকেও ইসরায়েল হত্যা করেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) লেবাননের বাসিন্দাদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এ হুঁশিয়ারি দেন নেতানিয়াহু। এতে তিনি দাবি করেন, হিজবুল্লাহ বহু বছর ধরে যেমন দুর্বল ছিল, এখন তার চেয়েও বেশি। নেতানিয়াহু গাজার কথা উল্লেখ করে বলেন, লেবাননকে একটি দীর্ঘ যুদ্ধের অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার আগে এবং গাজার মতো ধ্বংস ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হওয়ার আগে আপনাদের কাছে একে বাঁচানোর সুযোগ আছে। আমি লেবাননবাসীর উদ্দেশে বলছি, আপনাদের দেশ হিজবুল্লাহ মুক্ত করুন, যাতে করে এ যুদ্ধ শেষ হয়। যদিও নেতানিয়াহুর এ মন্তব্য সম্পর্কে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী এখনও কোনো মন্তব্য করেনি।

এর আগে, ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করে, তারা গত সপ্তাহে বৈরুতে একটি বিমান হামলায় শীর্ষ হিজবুল্লাহ কমান্ডার হাশেম সাফিউদ্দীনকে হত্যা করেছে। নাসরুল্লাহর পর হাশেম সাফিউদ্দীন হিজবুল্লাহ প্রধান হতে পারেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তবে তার ভাগ্যে কী ঘটেছে তা এখনও অজানা। লেবাননের বৈরুতে সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। বিমান হামলার পাশাপাশি চলতি মাসের এক তারিখ থেকে স্থল অভিযানও শুরু করেছে নেতানিয়াহু বাহিনী। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় দেশটিতে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়েছে।

সৌদি-ইরান বৈঠক লেবাননকে দ্বিতীয় গাজায় পরিণত হওয়া রোধ করবে?

আপনজন ডেস্ক: তেহরানের উপর ইসরায়েলি হামলার ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠিকে নির্মূল করার ইসরায়েলের প্রচেষ্টার প্রতি মার্কিন সমর্থনের ক্রমবর্ধমান নজিরের মুখে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তা নিয়ে তার প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা বসতে সউদী আরব যাচ্ছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগ্শি।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ, যেটি ক্রমেই মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে একটি বহুমুখী যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে, সেখানে ইরান ও সউদী আরব সম্ভব্য দুই প্রধান আঞ্চলিক খেলোয়াড়। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বৈরুত এবং দামেস্ক সফর করেছেন। তিনি হিজবুল্লাহকে পিছু হটতে ও পুনরায় সংগঠিত করতে এবং লেবাননকে দ্বিতীয় গাজায় পরিণত হতে বাধা দেওয়া সংক্রান্ত যে কোনও জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।

লেবানন অতীতে তেহরান এবং রিয়াদের মধ্যে বৈরিতার একটি উৎস ছিল। বরাবরই সউদী আরব এই অঞ্চলে ইরান ও হিজবুল্লাহর প্রভাব হ্রাস দেখতে চেয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যকে একটি বিস্তৃত যুদ্ধের থেকে বাঁচাতে সউদী আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সউদও এখন ইরানের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

সউদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চান যে, লেবানন সহ ইসরায়েলি উত্তেজনা এবং ইরানের উপর একটি বড় আক্রমণের জোড়া বিপদকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আরও পদক্ষেপ নিক। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন দিতে ইসরায়েলের অস্বীকৃতিতেও প্রিন্স ফয়সাল গভীরভাবে হতাশ।

সউদী কূটনীতিকরা হামাসের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান বাসেন নাইমের মন্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, 'যদি আমাদের একটি সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সুযোগ থাকে, আমরা সহযোগিতা করব এবং এর অংশ হব।' নাইমের মন্তব্যে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সঙ্কটকে দ্বৈত রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে।

ইরান-সউদী আলোচনার বেশিরভাগ অংশেই লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া কীভাবে দেওয়া যায়, ইরান সঙ্কট প্রশমনের জন্য একটি কূটনৈতিক পথ পুনরুজ্জীবিত করতে চায় কিনা এবং হিজবুল্লাহকে সামরিকভাবে পুনরুদ্ধার সম্ভব বলে মনে করে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে।

এর আগে. সউদী আরব ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘে আরোপিত ২১ দিনের যুদ্ধবিরতির আহ্বানকে সমর্থন করেছিল, যা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য দ্বারা সমর্থিত ছিল। কিন্তু, শুরুর ৪৮ ঘন্টা পরই যুদ্ধবিরতি অকার্যকর হয়ে পড়ে, যখন এর শর্তগুলি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিনইয়ামিন নেতানিয়াহু প্রত্যাখ্যান করেন এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরামর্শ না করেই বৈরুতে হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করেন।

তবে, ইরান ও সউদী আরব এটি সম্ভাব্য সমাধানে পৌছাতে চাইলেও, যুক্তরাষ্ট্র আপাতত যুদ্ধবিরতির ধারণাকে বাতিল করেছে বলে মনে হচ্ছে।

ইসরায়েলের পদক্ষেপকে সীমিত অনুপ্রবেশ হিসেবে বর্ণনা করে মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র ইসরায়েলের পদক্ষেপকে সমর্থন করে বলেছেন, 'আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি এবং একটি কূটনৈতিক রেজোলিউশন দেখতে চাই, কিন্তু আমরা মনে করি এটি যথাযথ যে ইসরায়েল, এই মুহূর্তে, সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় আনছে এবং হিজবুল্লাহকে সীমান্ত থেকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

নাসরাল্লাহর দুই উত্তরসূরিকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সদ্য প্রয়াত প্রধান হাসান নাসরাল্লাহর সম্ভাব্য দুই উত্তরসূরিকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। নাসরাল্লাহর মৃত্যুর পর সাফিউদ্দিন তার উত্তরসূরি হবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। মঙ্গলবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে নেতানিয়াহু বলেন, আমরা হিজবুল্লাহর সক্ষমতাকে কমিয়ে দিয়েছি। আমরা হাজার হাজার সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছি। যার মধ্যে নাসরুল্লাহ নিজেও রয়েছেন। নাসরুল্লাহর উত্তরসূরি এবং তার উত্তরসূরির উত্তরসূরিও নিহত হয়েছেন। তবে পরের দুজনের নাম উল্লেখ করেননি নেতানিয়াহু।

পরবর্তীতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, গত সপ্তাহে হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সদরদপ্তরে বিমান হামলা হলে সাফিয়েদ্দিন সেখানে ছিলেন। এটা ইসরায়েল আগে থেকেই জানতো। তাই সাফিয়েদ্দিন এখন কোন অবস্থায় আছেন, তা যাচাই করা হচ্ছে। আমরা জানলে জনসাধারণকে জানিয়ে দেয়া হবে। গত সপ্তাহের ওই বিমান হামলার পর থেকে সাফিয়েদ্দিনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি প্রকাশ্য কোনো বক্তব্যও দেননি। তাই তার মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে প্রতিনিয়ত নানান জল্পনা-কল্পনা ডালপালা মেলছে। মঙ্গলবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের ভূগর্ভস্থ হিজবুল্লাহ স্থাপনার ওপর বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চালানো ভারী বিমান হামলায় কমপক্ষে ৫০ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ছয়জন সেক্টর কমান্ডার এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাও রয়েছেন।

গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে গত বছর থেকে প্রায়ই ইসরাইলে হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ ও হুতি। পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। সম্প্রতি লেবাননে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে বড় পরিসরে হামলা শুরু করে নেতানিয়াহু বাহিনী। এতে এখন পর্যন্ত দুই হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা তুলে ধরল ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম

আপনজন ডেস্ক: গাজায় এক বছর ধরে হামলার পাশাপাশি লেবাননেও হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। তবে ইরানসহ মধ্যপ্রচ্যে যদি ইসরাইল পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তেল আবিবের টিকে থাকাই কঠিন হবে। জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান'।

তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ইরাকের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে অংশ নিলে ইসরাইলের সফলতার সম্ভাবনা কম বলে মন্তব্য করেছেন এক ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ। লন্ডন থেকে এএফপি জানায়। একদিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, অন্যদিকে লেবাননে হিজবুল্লাহর সাথে সন্মুখ যুদ্ধে অনেক সেনা হারিয়েছে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বা আইডিএফ। অনেক আইডিএফ সদস্য এখনো আহতাবস্থায় আছেন। এমতাবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে একযোগে হামলা চালিয়ে যাওয়ার মতো সামর্থ্য নেই ইসরাইলের।

তেহরানের হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের বিরুদ্ধে বড় মাত্রার যুদ্ধে তেল আবিবের সামরিক শক্তি কমে গেছে বলে জানায় ব্রিটিশ গণমাধ্যম।

গাজার হামাস, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হাউছিদের বিরুদ্ধে এতো দিন ধরে যুদ্ধ করে আসছে ইসরাইল।

এদিকে, ইসরাইলের হামলা রুখতে দশ ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা নিয়েছে ইরান। সোমবার ইরানের রেভ্যুল্যুশনারি গার্ড কোরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরানি গণমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি এ তথ্য জানায়।

দশটি হামলার কয়েকটি ও যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলেও ইসরাইলের অবস্থা হবে ভয়াবহ। ইরানের হামলা ইসরাইলের হামলার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে বলেও জানানে হয়। ইসরাইলে হামলা চালাতে ইরানের কাছে খুবই সহজ হবে বলে জানায় গণমাধ্যমটি।

দ্য গার্ডিয়ান আরো জানায়, ইসরাইলের সমর্থনে যে দেশই এগিয়ে আসবে তার পরিণতিও একই হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সবচেয়ে কম বয়সে আট হাজারি ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের রেকর্ড নেপালি তরুণের

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ১৮ বছর বয়সী নেপালি পর্বতারোহী নিমা রিনজি শেরপা বুধবার বিশ্বের আট হাজার মিটার উঁচু ১৪টি পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় আরোহণকারী সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তির রেকর্ড ভেঙেছেন। তার দল এ খবর জানিয়েছে। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আরেক নেপালি পর্বতারোহী মিংমা গ্যাবু 'ডেভিড' শেরপার। তিনি ২০১৯ সালে ৩০ বছর বয়সে এটি অর্জন করেছিলেন। কাঠমান্ডু থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি জানায়, নেপানি তরুণ নিমা রিনজি শেরপা বুধবার সকালে তিব্বতের আট হাজার ২৭ মিটার উঁচু শিশা পাংমার চূড়ায় পৌঁছে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়ানোর মিশন সম্পূর্ণ করেছেন। রিনজির বাবা তাশি শেরপা বলেন, 'সে আজ সকালে শিখরে পৌঁছেছে। সে ভালো প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে সে এটা করবে।' সকল 'আট-হাজার' মিটার পর্বতারোহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিখর হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অভিযানে পর্বতারোহীদের দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য বাতাসে পর্যাপ্ত অক্সিজেন নেই এমন 'মৃত্যু অঞ্চলে' কাটাতে হয়। শেরপা এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই শীর্ষ শৃঙ্গটি শুধু আমার ব্যক্তিগত যাত্রার সমাপ্তি নয়, বরং প্রত্যেক শেরপার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, যারা আমাদের জন্য নির্ধারিত প্রথাগত সীমা ছাড়িয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস করেন।' তিনি বলেন, 'পরতারোহণ শ্রমের চেয়েও বেশি কিছু, এটি আমাদের শক্তি, স্থৈর্য তা ও আবেগের অভিজ্ঞান।' শেরপা পাহাড়ে পরিচিত মুখ। রেকর্ডধারী পর্বতারোহীদের পরিবারে তার জন্ম। তার পরিবার এখন নেপালের বৃহত্তম পর্বতারোহণ অভিযান সংস্থাও পরিচালনা করে।

ইতোমধ্যে বেশি কিছু শৃঙ্গের আরোহণ থেকে একাধিক রেকর্ডধারী নিমা রিনজি শেরপা ২০২০ সালের আগস্ট মাসে মানাসলু পর্বতে আরোহণের মাধ্যমে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পর্বত আরোহণ শুরু করেন।

চলতি বছরের জুনের মধ্যে তিনি তার ১৩তম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করেন। এটি বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

নেপাল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিমা নুরু শেরপা এএফপিকে বলেন, 'এটি আমাদের দেশের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত।' তিনি বলেন, 'নিমা সমস্ত স্টেরিওটাইপ ভেঙেছে এবং তার সাফল্য একটি বার্তা দিয়েছে যে দৃঢ় সংকল্প থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২১ মি.

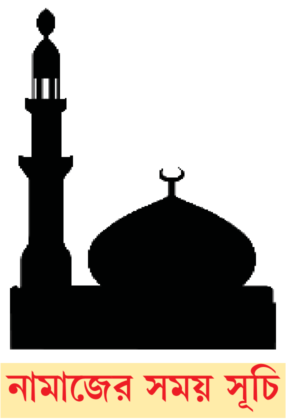

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১১	৫.৩১
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.৩৭	
মাগরিব	৫.২১	
এশা	৬.৩১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৬	

নাইজারে বন্যায় ৩৩৯ মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ১১ লাখেরও বেশি

আপনজন ডেস্ক: নাইজারের প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৩৯ জনে পৌঁছেছে। এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ১১ লাখেরও বেশি মানুষ। মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নাইজারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত মাসে জানিয়েছিলেন, বন্যায় ২৭৩ জন মারা গেছেন এবং সাত লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় ৩৮৩ জন আহত হয়েছেন।

ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত ওসামা বিন লাদেনের ছেলে

আপনজন ডেস্ক: আল কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের চতুর্থ ছেলে ওমর বিন লাদেনকে ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। সোমবার (৭ অক্টোবর) ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেটেইলেউ বলেছেন, ফ্রান্স থেকে ওমর বিন লাদেনকে নিষিদ্ধ করার আদেশে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। এর আগে তাকে নির্বাসিত করা হয়। তবে নির্বাসিত করার পর ওমর বিন লাদেনকে কোথায় পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি তিনি।

মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক পোস্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ওমর বিন লাদেনকে শিগগিরই ফ্রান্স ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে যেন তিনি ফ্রান্সে প্রবেশ করতে না পারেন, সে বিষয়েও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ব্রুনো রেতেইল্যু পোস্টে উল্লেখ করেছেন, ২০২৩ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার কিছু মন্তব্য সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে, এসব মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পর দেশটির আইনশৃঙ্খলা বিভাগ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে। এরপরই ওমরকে ফ্রান্স ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ওসামা বিন লাদেনের মোট ২৪ জন সন্তান রয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যার মধ্যে ওমর অন্যতম। তিনি সিরিয়ার নাগরিক নাজওয়া ঘানেমের প্রথম সন্তান। ওমরের জন্ম সৌদি আরবে। ১৯ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে।

হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সফর বাতিল ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: হঠাৎ ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের মার্কিন সফর বাতিল করা হয়েছে। বুধবার ওই সফর বাতিল করার কথা জানায় পেন্টাগন। পেন্টাগন বলেছে, ইসরাইলি মিডিয়া জানিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রথমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে একটি ফোনকলে কথা বলতে চেয়েছিলেন। মঙ্গলবার এ বিষয়ে সময় জানতে চেয়ে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। এটি এমন একটি সময় হয়েছে, যখন ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ইসরাইল গত সপ্তাহে তেহরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাব দেয়ার বিকল্পগুলো বিবেচনা করছে। কেন গ্যালান্ট তার সফর বাতিল করেছেন, তা জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে পেন্টাগন। এ সময় বিষয়টি ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জেনে নেয়ার জন্য সাংবাদিকদের পরামর্শ দেয়া হয়। নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্টের অফিস এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। পেন্টাগনের মুখপাত্র সাবরিনা সিং প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, আমাদের এইমাত্র জানানো হয়েছিল যে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্যালান্ট তার ওয়াশিংটন সফর স্থগিত করবেন।' ইসরাইলের ওয়াইনেট নিউজ আউটলেট জানিয়েছে, গ্যালান্ট আশা করেছিলেন যে তার মার্কিন সফর ইরানের বিষয়ে সমন্বয়কে জোরদার করবে। কিন্তু সফরের কয়েক ঘন্টা আগে নেতানিয়াহু দু'টি পূর্বশর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

ওয়ার্ক ও স্টে পারমিট দেওয়া কমিয়েছে ইতালি

আপনজন ডেস্ক: ইতালিতে ইউরোপের বাইরের দেশগুলো থেকে যাওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীদের স্টে পারমিট বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাসের অনুমতি দেওয়ার সংখ্যা কমেছে। সেই সঙ্গে কমেছে সুরক্ষার জন্য আশ্রয় দেওয়ার সংখ্যাও।

ইতালির সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের সর্বশেষ ডাটা অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ইউরোপের বাইরে থেকে যাওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দেওয়া স্টে পারমিটের সংখ্যা তার আগের বছরের তুলনায় কমেছে। গত ৩ অক্টোবর এই তথ্য প্রকাশ করে সরকার।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সুরক্ষার সুবিধার আওতায় দেওয়া আশ্রয়প্রার্থীদের বসবাসের অনুমতির সংখ্যাও কমেছে।

সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালে ইতালি সরকার মোট তিন লাখ ৩০ হাজার ৭৩০টি স্টে পারমিট দিয়েছে। এই সংখ্যা ২০২২ সালের তুলনায় ২৪ শতাংশ কম।

কমেছে কাজের অনুমতি

এ ছাড়া ২০২৩ সালে অভিবাসীদের ওয়ার্ক পারমিট বা কাজের অনুমতি দেওয়ার সংখ্যাও কমেছে। সে বছর কাজের উদেশ্যে মোট ৩৯ হাজার স্টে পারমিট প্রদান করা হয়। এই সংখ্যা তার আগের বছরের তুলনায় ৪২ শতাংশ কম। দেশটিতে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউরোপের বাইরের দেশ থেকে যাওয়া মোট ৩৬ লাখ ব্যক্তি স্টে পারমিট নিয়ে অবস্থান করছিলেন।

প্রথম নজর

ফুরফুরায় ছোট হুজুরের ওফাত দিবস সাড়ম্বরে

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: মঙ্গলবার ফুরফুরা শরীফে হযরত পীর ছোট হুজুর রহ, এঁর স্মরণে ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর দাদা হুজুরের ছোট পুত্র ছিলেন পীরসাহেব। তিনি সুলতানুল ওয়ায়েজীন ও আসেকে রসুল ছিলেন।এদিন সন্ধ্যায় জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেন পীরজাদা মুফতি হাসান সিদ্দিকী। পীরজাদা আলি আকবর সিদ্দিকী দোয়া করেন।
মুম্বাইয়ে প্রিয় নবি সা, এঁর বিদ্রুপ কারির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয়।
পীরজাদা তাহের সিদ্দিকী, পীরজাদা সত্তার সিদ্দিকী, পীরজাদা তহা সিদ্দিকীও বক্তব্য রাখেন। সভায় মানুষের ভিড় জন সমুদ্রে পরিণত হয়।
পীর দাদা হুজুরের মাজারেও ছিল প্রবল মানুষের উপস্থিতি। বলা ভাল পীর হযরত ছোট হুজুর দরবেশী জীবন অতিবাহিত করেছেন।তিনি দ্বীনী শিক্ষায় ব্যপক পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সহ পীরসাহেব অজস্র মক্তব, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ও মসজিদ স্হাপন করেছিলেন।
পীরজাদা নুরুল্লাহ সিদ্দিকী, আসেম বিল্লাহ সিদ্দিকী, সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, হোজায়ফা সিদ্দিকী, সাফেরি সিদ্দিকী, হোরায়রা সিদ্দিকী, মোসফেকিন সিদ্দিকী, আব্বাস সিদ্দিকী ও পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী সহ অসংখ্য পীরসাহেব মাহফিলে হাজির ছিলেন।সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

বিশ্ব মানসিক দিবস পালন ‘কথক’-এর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শিশু কিশোর কিশোরীদের নিয়ে কাজ করে বালুরঘাটের কথক। আগামীকাল ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। তার আগের দিনই ছোট দের মনের খোঁজ নিল কথক। ইদানীং ছোটরা অভিমান করে অনেক সময় জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আবার বড়রা অনেক সময়ই ছোট দের মন খারাপের খোঁজ নেয় না। এইসব বিষয়ে সচেতন হতেই ও সচেতন করেই কথকের এই ভাবনা।
অনুস্কা, পাখি,তনুশিয়া, দীপ, পপি,বর্ষা, অর্জুন, সুরজিতরা বললো ওদেরও মন খারাপ হয়। কখনও বাবা মা বকলে, বন্ধু দের সঙ্গে ঝগড়া হলে, দেখা না হলে, মোবাইল চেয়ে না পেলে, কোনও কিছু কিনতে বাবা মায়ের কাছে টাকা চেয়ে না পেলে, স্যার বা ম্যাডাম বকলে ওদের মন খারাপ হয়। কথকের মহলা কক্ষে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস কি? কেন এটা পালন করা হয়? কেন মনের যত্ন নেওয়া জরুরী - এসব নিয়ে জানানো হল ছোট দের।
কথক নাটক, আবৃত্তি, সঞ্চালনা, কথা বলা শিক্ষা এসব নিয়ে গত চার বছর ধরে শিশু কিশোর ও কিশোরী দের ব্যক্তিত্ব ও সামগ্রিক বিকাশের কাজ করে চলেছে।
এদিন মূলত: ছিল কথকের আলোর ঠিকানার শিশু কিশোর কিশোরীরা। বালুরঘাট শহরের এ কে গোপালন কলোনীর এই শিশু কিশোর কিশোরী দের মনের যত্ন নেওয়ার তাগিদ থেকেই কথকের আলোর ঠিকানা ধারাবাহিক একটি প্রয়াস। কথকের সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল বলেন, দশ টাকা চেয়ে না পেয়ে অথবা মোবাইল দেখতে না পেয়ে অপমানে আত্মঘাতী হচ্ছে ছোটরা। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওদের ধারণা দিয়েছি। মন খারাপ হলে, রাগ হলে কি কি করতে হবে বলেছি। কোনও কিছুর জন্যই জীবনকে নষ্ট করা যাবে না।

চাইল্ড ইনস্টিটিউটে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: “কলেজ স্ট্রিট ট্যালেন্ট সার্চ সোসাইটি” কর্তৃক প্রথম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে “ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন “ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা জুড়ে এই পরীক্ষা তিন ধাপে মোট ৯,৮৭২ টি সেন্টারে ৭,৮১,৬৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি পরীক্ষা সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। উত্তর ২৪পরগণা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত বেড়াচাঁপা “বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট”-এ তিন পর্যায়ে মোট ৩৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করেন বেঙ্গল মডেল

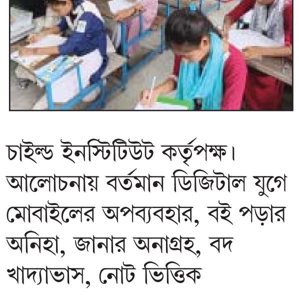

চাইল্ড ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ। আলোচনায় বর্তমান ডিজিটাল যুগে মোবাইলের অপব্যবহার, বই পড়ার অনিহা, জানার অনাগ্রহ, বদ খাদ্যাভাস, নোট ভিত্তিক পড়াশোনা, না পড়ে পাশ করা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সেন্টার কনভেনার সেখ আহসান আলি, সমাজ সেবী সুকান্ত সম্মাদ্দার,শিক্ষাবিদ আসগার আলী, মোঃ ইব্রাহিম প্রমুখ। সোসাইটির রাজ্য কনভেনার শ্রী বিমল সিংহ রায় ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদেরকে শুভেচ্ছা জানান।

মালদার আমের চাহিদা মেটাতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আম

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: আম বাঙালির প্রিয় ফল।এবার মালদহের পর রাজ্যের আমের চাহিদা মেটাতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উদ্যানপালন বিভাগ সেই উদ্যোগ নিয়েছে। চলছে আম বাগান তৈরির সব ধরনের পরিকল্পনা। মালদহ, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের মত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাও আমের ফলনের অংশীদার হতে পারবে। সব মিলিয়ে সাত প্রজাতির আমের চারা দেওয়া হচছে। সেগুলি হল আম্রপালি, হিমসাগর,দোফালা, গোলাপখাস, আলফান্সো, বারোমাসি এবং কাটিমন।প্রতি বছরই জেলা গুলিকে উদ্যান পালন দফতর বিভিন্ন ফল গাছের চারা দেয়। একেকটি আম বাগান তৈরির জন্য কয়েকটি ব্লক কে চিহ্নিত করা হয়েছে।যেমন আম্রপালির চারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে গোসাবা, ক্যানিং ১ ও ২, জয়নগর ১ ও ২, মথুরাপুর ১ এবং ভাঙড় ১ নম্বর ব্লক।তেমনই হিমসাগরের চারা বেশি করে রোপণ হবে কাকদ্বীপ মহকুমা এবং মগরাহাট ১, কুলতলি, মথুরাপুর ২ এবং ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকে। বারুইপুরে আলফান্সো এবং বারোমাসি আমের বাগান করার জন্য বেশি চারা দেওয়া হচছে।জেলার উদ্যান পালন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত বার ছয় প্রজাতির আম গাছের চারা বিলি করা হয়েছিল।এবার সাত ধরনের প্রজাতির চারা বিতরণ করা হচ্ছে ।এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বন ও ভূমির স্থায়ী সমিতির সদস্য উদয় হালদার বলেন, এই আমগাছ প্রান্তিক এলাকার মানুষজনের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতেও দেওয়া হচ্ছে এই আম গাছ। এতে উপকার পাবেন অনেকেই।জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক বলেন,আমের একটা বিপুল চাহিদা এবার মেটাতে পারবে দক্ষিন ২৪ পরগনা।তাছাড়া এই আমের ফলন থেকে স্বনির্ভরের পথ আরও সুগম হবে মহিলা সহ পুরুষদের।

পুজো মণ্ডপের সূচনায় সাংসদ মৌসম নূর

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণী যুগদর্শী ক্লাবের দুর্গাপূজা মন্ডপের দ্বার উৎঘাটন করল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজীর নূর। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর বাজার ও তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়োল মাঠে জোড়া উঁচু বাতি স্তম্ভের উদ্ভোধন করেন তিনি। মৌসম নূর বলেন, লোকসভার সংসদ থাকাকালীন ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ১৩ টি উঁচু বাতি স্তম্ভ ধরেছিলাম। একেক টা বাতি স্তম্ভের বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা। ষষ্ঠীর দিন ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে দুটি উঁচু বাতি স্তম্ভের উদ্ভোধন করা হল। বাকি আরও ১১ টি বাতি স্তম্ভ শীঘ্রই উদ্ভোধন করা হবে। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ফজলুর রহমান সহ ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব। রবিউল ইসলাম বলেন, মৌসুম নূর লোকসভার সংসদ থাকাকালীন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় একাধিক কাচা রাস্তা পাকা হয়েছে,সাব মার্সিবল পাম্প হয়েছে, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে। ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের গোলারমোড়, মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে, কনুয়া বাসস্ট্যান্ড, তুলসীহাটা শ্মশান, ওয়ারী, কুশিদা হাসপাতাল, বিলাসী বাজার, রনথল, বিদ্যানন্দপুর ও রাণীপুরা কবরস্থানে উঁচু বাতি স্তম্ভ শীঘ্রই বসানো হবে।

ফুলহর নদীর জল কমলেও দুর্দশা কমেনি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ফুলহর নদীর জল কমলেও নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের দুর্দশা কমেনি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বন্যা কবলিত উত্তর ভাকুরিয়া, দক্ষিণ ভাকুরিয়া, মিরপাড়া, তাঁতিপাড়া, কাউয়াডোল ও রশিদপুর এলাকার প্রায় ২০০ দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিল হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের পশ্চিম এরিয়া লোকাল কমিটির সিপিএম এর নেতা কর্মীরা। ষষ্ঠীর দিন বুধবার নৌকায় করে চাল,ডাল, মুড়ি, চিঁড়া, চিনি ও সোয়াবিন সহ আরও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্যাকেট করে দেওয়া হল । উপস্থিত ছিল পশ্চিম এরিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক সিরাজুল হক, ডিওয়াইএফ আই এর সভাপতি আসমাউল হক ও জেলার ডিওয়াইএফ আই এর সভাপতি মোস্তাক আলম প্রমুখ।

বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা জিও গাইডেন্সের

নাজমুস সাহাদাত ● মালদা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের জিও গাইডেন্স নামে একটি শিক্ষা ও সামাজিক মূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জিও গাইডেন্স মূলত কিছু ছাত্র-ছাত্রী, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর ও মালদার বেশকিছু যুবক দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। পরিবেশ ও সামসময়িক নানা ঘটনাবলীর ওপর সচেতন করার মত নানা কাজ করে থাকে। এদিন বুধবার “জিও গাইডেন্স” এর উদ্যোগে গাজলের এক বৃদ্ধাশ্রমে বসবাস কারী সকলকে পূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। জানা যায়, এই জিও গাইডেন্স সংস্থা থেকে পূজা ও ঈদের সময় বিভিন্ন অসহায় অনাথ মানুষদের মধ্যে আনন্দ উৎসাহ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থাৎ নাচ,গান থেকে কবিতা আবৃত্তি সহ নানা হাস্যকৌতুকের

মধ্য দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা তারা করে থাকেন। এদিনের পূজা উৎসবে দাতব্রাশ, ডিটারজেন্ট, ধুপকাটি, চকলেট, খাবার, শাড়ি ও লুঙ্গি, ধুতি, পাঞ্জাবি সহ বেশকিছু পোশাক উপহার হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন বস্ত্র বিতরণে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন দিনাজপুর জেলার দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল। এছাড়াও জিও গাইডেন্স সংগঠনের তরফে উপস্থিতি ছিলেন জাহিরুদ্দিন আহমেদ, অর্পণ বসাক, মাসুদ রানা, দিবাকর, সুদীপ্তা সহ একাধিক সদস্য। “জিও গাইডেন্স” এর সম্পাদক জাহিরুদ্দিন আহমেদ জানান, প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করে থাকি। শতদল সাহু হোমে প্রায় ৬৫ জনের বেশি আছেন।

দীননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে পূজা উদ্বোধন

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা গৌড়দহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীননাথ স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের মহিলা পূজা কমিটির পরিচালিত দুর্গা উৎসব সেই দুর্গা উৎসবের ফিতে কেটে ষষ্ঠীর দিন উদ্বোধন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি কোহিনুর মজুমদার তিনি বলেন, গৌড়দহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মহিলা

পরিচালিত পূজা আমি আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উৎসবমুখী হতে বলেছিলেন তাই উৎসবে ফিরছে সাধারণ জনতা আর মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া উপহার সমস্ত পুজো প্যান্ডেলে ৫৮ হাজার টাকা করে। যা গর্ভের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যারা টাকা ফেরত দিয়েছিল সে সমস্ত ক্লাব তারা জানে না দূর্গা পূজা করতে গেলে ইলেকট্রিক লাইন থেকে। বিদ্যুতের বিল সমস্ত কিছু ট্যাক্স দিতে হয়। যার পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা। কার জন্য জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কিছু বুঝে ক্লাব প্রতি এই অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ: এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। বুধবার সকালে এই ঘটনায় ধুন্ধুমার বেধে যায় হাসপাতাল প্রাঙ্গনে। মৃত রোগীর নাম শিল্পা খাতুন(২২)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার কাশিয়াডাঙার দিঘিরপাহাড়ে। জানা যায়,মঙ্গলবার দুপুরে শিলা খাতুনকে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সিজার করা হয়। তবে সিজারের পর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সেলাই কেটে যাওয়ার পরই এমনটা ঘটেছে বলে জানায়।
পুনরায় সেলাই করার সময় ওই রোগীর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ মৃতার পরিবারের দাবি,চিকিৎসার গাফিলতির কারণে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ,তাদেরকে রক্ত ও কিনে আনতে হয়েছে। তারপরেও সেই রক্ত রোগীকে না দেওয়া তার মৃত্যু হয়েছে হলেও দাবি তাদের।
এদিকে রোগী মৃত্যুর প্রতিবাদে মৃতদেহ নিয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে।
ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

‘সেরা শারদ সম্মানের’ খোঁজ শুরু ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: দুর্গাপুজার মহাষষ্ঠী থেকে শুরু হয়েছে ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পুজা পরিক্রমা। বুধবার ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকগণ ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে দেখেছেন এবারের আয়োজন। প্রতিবছরের মতো এবারও প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সেরা শারদ সম্মান প্রদান করা হবে।
ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মেহেদি হেদায়েতুল্লা জানান, “ইসলামপুর মহকুমার সেরা শারদ সম্মান প্রতি বছর দুর্গাপুজা কমিটিগুলোকে দেওয়া হয়।
এবছরও সেরা প্রতিমা, সেরা প্যান্ডেল সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোতে পুজো কমিটিগুলোকে সম্মান জানানো হবে।” ইসলামপুর ছাড়াও ডালখোলা, করনদীঘি, চোপড়া, গোয়ালপুকুর সহ অন্যান্য অঞ্চল থেকেও সেরা পুজো বাছাই করা হচ্ছে। এবারের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দুর্গাপুজার পুরোহিতদেরও সম্মান জানানো হবে। পুজা পরিক্রমার মাধ্যমে প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকেরা প্রতিটি মণ্ডপ ঘুরে পুজো দেখার পাশাপাশি সেরা পুজা বেছে নিচ্ছেন, যা বিজয়া সম্মেলনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। এভাবে, ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের পুজা পরিক্রমা সারা মহকুমার মানুষকে উৎসবের সেরা রূপ দেখানোর পাশাপাশি তাদের সম্মান জানিয়ে উৎসাহিত করে চলেছে।

খনি বিস্ফোরণে মৃতদের পরিবারের হাতে ক্ষতি পূরণের চেক প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লক এলাকার ভাদুলিয়া গঙ্গারামচক কয়লা খনির ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো আটজন শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার।গত সোমবারের ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা গেছে তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে নবান্ন।
ঐদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ জানান এটি একটি খুব দুঃখজনক ঘটনা। যেসব শ্রমিকরা মারা গেছেন তাদের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আরো দুই লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। এছাড়া পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে।
ঘোষণা মোতাবিক মৃতদের পরিবারকে মোট ৩২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটা

নাগাদ। বাস্তবপুর গ্রামের মৃত চার ব্যক্তিদের পরিবারের হাতে চেক প্রদান করা হয়। এই ক্ষতিপূরণের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা দেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়লা কোম্পানি, এবং বাকি ১২ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া প্রতিটি পরিবার থেকে একজন সদস্যকে হোমগার্ডে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এদিন রাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ, জেলাশাসক বিধান রায়, এবং সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রত্যন্ত গ্রামে মণ্ডপের সূচনা সাংসদ বাপির

অসিফা লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: সুন্দরবনকে বাঁচাতে পুজোর থিম সুন্দরবন,এমনি ভাবনা দূর্গা পূজা কমিটি বৃন্দদের, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম মথরাপুর ২ নম্বর ব্লকের গঙ্গার মোড়,সেই মোড়ে ১৪তম বর্ষের দূর্গা পূজার শুভ সূচনা করলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। জানা যায় যুবক বৃন্দের পরিচালনায় এবছর এই পুজোর থিম সুন্দরবন, আসলে জল জঙ্গল ঘেরা এই এলাকার বাসিন্দারা সুন্দরবনকে খুব ভালোবাসে। আর সেই সুন্দরবনের থিম উঠে এসেছে গঙ্গার মোড়ের পুজো মন্ডপ থেকে।

প্রতারিত টাকা ফেরাল পুলিশ

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: দূর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিনে হাসি ফুটল প্রায় ২০ জন মোবাইল হারানো ব্যক্তির। গত তিন মাস ধরেই একের পর এক মোবাইল হারানোর অভিযোগ আসছিল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের চন্ডীতলা থানাতে।পরবর্তীকালে আসরে নামে পুলিশ এবং এই মোবাইল রিকভারির জন্য তৈরি হয় স্পেশাল টীম আর সেই টিম তদন্তে নামতেই মিলল সাফল্য গরলগাছার এক বাসিন্দা মোবাইল থেকে হঠাৎ করেই ৫৭ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে অনলাইনে তুলে নেন প্রতারকরা। চন্ডীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর ইনচার্জ জয়ন্ত পালের নির্দেশে আসরে নামে পুলিশ অবশেষে খোয়া যাওয়া ৫৭ হাজার টাকা, সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

হাইকোর্টের মিডিয়েশন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

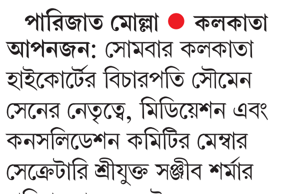

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের নেতৃত্বে, মিডিয়েশন এবং কনসলিডেশন কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত সঞ্জীব শর্মার পরিচালনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল একাডেমিতে টানা পাঁচ দিনের (সর্বমোট ৪০ ঘন্টা) মিডিয়েশন প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হলো। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র মিডিয়েশন ট্রেনার কে. কে মাখিজা এবং শ্রীমতী নাগিনা জৈন এই প্রশিক্ষণ পর্বের প্রশিক্ষক হিসাবে নেতৃত্ব দেন।কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (লিগ্যাল) আর, এবং মিডিয়েশন এবং কনসলিডেশন কমিটির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ড. শুভাশিস মুহুরী জানান - “ তৃতীয় পর্যায়ে সমাজের বিভিন্নস্তরের ২৮ জন মিডিয়েশন প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন।এই কমিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জমে থাকা মামলা গুলির দ্রুত নিস্পত্তি ঘটানো”। জানা গেছে, গত ৩ অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতার নিউটাউন - রাজারহাট এলাকায় অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়েছিল।শেষ হলো সোমবার (৭ অক্টোবর)। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয় শুভাশিস দাশগুপ্ত এবং মাননীয় সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী। এর পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেছিলেন হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডের রেজিস্ট্রার শ্রী দেবপ্রসাদ নাথ প্রমুখ।

الدعوة
দাওয়াত

মানুষকে কষ্ট দেয়া জুলুম
আলহামদুলিল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলার বিধান
নামাজে আল্লাহর দিদার
মহান আল্লাহর ওপর ভরসা (আগামী সপ্তাহে)

মানুষকে কষ্ট দেয়া জুলুম

জাফর আহমাদ

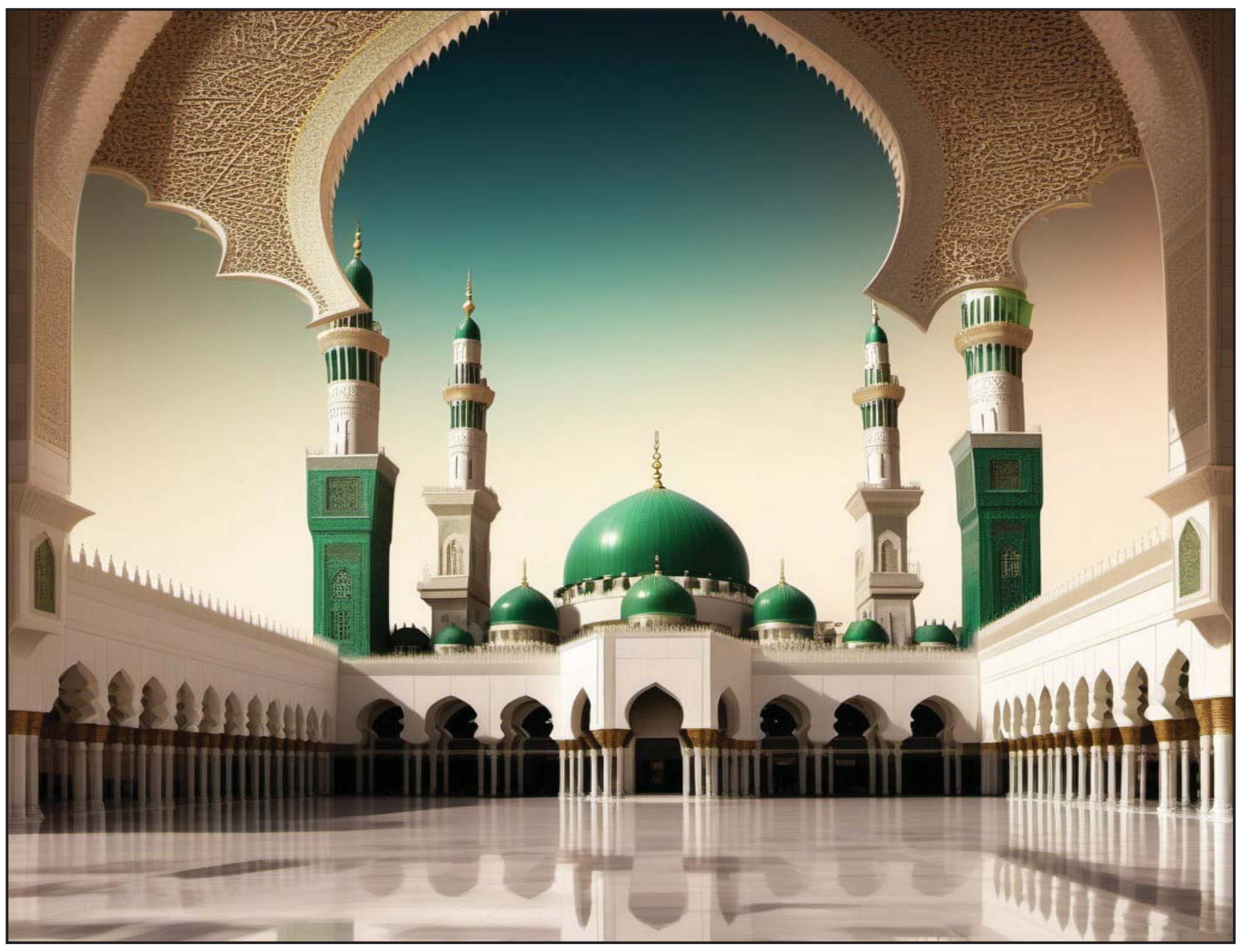

হোক সে কাফের বা মুসলমান, কোনো মানুষ অন্য মানুষকে কিংবা এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কষ্ট দিতে পারে না। কারণ কষ্ট দেয়ার পরিণতি ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আর যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় বা গোনাহের কাজ করে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর তার দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো বড় মারাত্মক মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়।' (সূরা নিসা-১১২) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 'আর যারা মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয় তারা একটি বড় অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে।' (সূরা আহজাব-৫৮)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।' (বুখারি-২৪৪২, ৬৯৫১)

হজরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: যখন মু'আয রা:-কে ইয়েমেনে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহ মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।' (বুখারি-২৪৪৮)

হজরত ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: মিম্বরে উঠে চিৎকার দিয়ে বললেন, 'হে ওই জামাত, যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছে কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মজবুত হয়নি। তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দেবে না, তাদের লজ্জা দেবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা, যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে আল্লাহ তায়ালা তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেবেন তাকে অপদস্ত করে ছাড়বেন, সে তার উটের হাওদার ভেতরে অবস্থান করে থাকলেও।' বর্ণনাকারী (রাবি) বলেন, 'একদিন ইবনে ওমর রা: কাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কতই না ব্যাপক ও বিরাট! তুমি কতই না সম্মানিত কিন্তু তোমার চেয়েও মুমিনের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।' (তিরমিজি-২০৩২)

মানুষকে প্রধানত কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেয়া বলতে বিভিন্ন ভাষায় গালি-গালাজ করা, গিবত করা, কাউকে মন্দ নামে ডাকা, তোহমত (অপবাদ) আরোপ করা, খোঁটা দেয়া, তুচ্ছজ্ঞান বা হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি। আর কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া বলতে জুলুম করা, নিজের উন্নতির জন্য অন্যায় আচরণ করা, কাউকে অসম্মানিত করার নিমিত্তে মিথ্যা দোষারোপ করা, ক্ষমতার অপব্যবহার করা, অধিক মুনাফা লাভের আশায় মালামাল আটকে রেখে মানুষকে কষ্ট দেয়া, লুটপাট করা, লুটপাটে সহযোগিতা করা, ধোঁকা-প্রতারণা করা, চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া, অন্যায়ভাবে সম্পদ জবরদখল করা ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটানো ইত্যাদি।

দুটোকেই আল্লাহর রাসূল সা: মুসলিম হওয়া না হওয়ার মানদণ্ড আরোপ করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম। আর যাকে মানুষ তাদের জানমালের জন্য নিরাপদ মনে করে সে-ই প্রকৃত মুমিন।' (তিরমিজি-২৬২৭)

প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখ থেকে সবসময় কল্যাণের বাণী বের হয়, যার কথা শ্রুতিমধুর ও আচরণ উত্তম। তার মুখ থেকে কখনো অকল্যাণ ও ফাহেশা (অশ্লীল) কথা বের হয় না। তিনি কাউকে গালিগালাজ করেন না, কাউকে অভিশাপ দেন না, কারো গিবত করেন না। মানুষের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করার মতো কোনো কথা বলেন না। সবাই তার হাত থেকে নিরাপদ থাকে। তিনি কারো ওপর সীমালঙ্ঘন করেন না, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করেন না। মানুষের কষ্ট হয় বা মানুষের অকল্যাণ বয়ে আনে এ ধরনের সব কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। হাদিসের পরিভাষায় তিনিই সত্যিকারের মুসলিম। কর্কশ, কপটতা ও কদর্য থেকে মুক্ত।

আবু হুরায়রা রা: বর্ণিত- এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা বেশি বেশি (নফল) সালাত পড়ে, সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে বা অসদ্ব্যবহারে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?) তিনি বললেন, 'সে দোজখে যাবে'। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) সালাত পড়ে সিয়াম রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু নিজ জিভ দ্বারা (অসদ্ব্যবহারে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তিনি বললেন, 'সে জান্নাতে যাবে'। (আহমাদ-৯৭৭৫, সহিহ ইবনে হিব্বান-৫৭৬৪, হাকেম-৭৩০৫, আত তারগিব-২৫৬০।

কড়া ও কটু ভাষায় কথা বলা, গলার আওয়াজ উচ্চ হওয়া যা শ্রুতিকষ্টের কারণ হয়, মানুষ তটস্থ থাকে, মানুষ তার থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে। ইসলাম এটিকে নিষেধ করেছে। এদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নিচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।' (সূরা লোকমান-১৯) এ আয়াতে মূলত কথার ভাব-ভঙ্গিমা ও আওয়াজের ধরনের কথা বলা হয়েছে। ভঙ্গি ও আওয়াজের এ ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতির প্রয়োজনের খাতিরে। কিন্তু যাদের চরিত্রে ও স্বভাবে এই

মানুষকে প্রধানত কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেয়া বলতে বিভিন্ন ভাষায় গালি-গালাজ করা, গিবত করা, কাউকে মন্দ নামে ডাকা, তোহমত (অপবাদ) আরোপ করা, খোঁটা দেয়া, তুচ্ছজ্ঞান বা হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি। আর কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া বলতে জুলুম করা, নিজের উন্নতির জন্য অন্যায় আচরণ করা, কাউকে অসম্মানিত করার নিমিত্তে মিথ্যা দোষারোপ করা, ক্ষমতার অপব্যবহার করা, অধিক মুনাফা লাভের আশায় মালামাল আটকে রেখে মানুষকে কষ্ট দেয়া, লুটপাট করা, লুটপাটে সহযোগিতা করা, ধোঁকা-প্রতারণা করা, চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া, অন্যায়ভাবে সম্পদ জবরদখল করা ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটানো ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য মজ্জাগত, তাদেরকে তা পরিহার করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজনের খাতিরে উঁচু-নিচু স্বরে কথা বলা স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহঙ্কার, অবস্থান, দাপট, ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা না বলে নিজের আওয়াজ নিচু করতে বলা হয়েছে। কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করলে বা হেয় জ্ঞান করলে মানুষ খুবই কষ্ট পায়। এ কাজ করতে রাসূল সা: নিষেধ করেছেন এবং এর অশুভ পরিণতির বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিমের ওপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্ত করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহভীতি এখানে! এ কথা বলে তিনি নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত বললেন, একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায় যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম।' (মিশকাত-৪৯৫৯, মুসলিম-২৫৬৪, আহমাদ-৭৭২৭)

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয়, ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কে রাখে, মহান আল্লাহ তাকে আখিরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতেই অশান্তি দেবেন। মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণই করা হয়েছে মানবতার কলাণের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে।' (সূরা আল ইমরান-১১০) সুতরাং এমন কোনো কথা বা কাজ করা যাবে না যাতে মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। যাতে মানুষের জীবনে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশি হয়, তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এটিই একটি কল্যাণকর জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যারা মানুষের অকল্যাণে নিয়োজিত থাকে তারা তাদের সৃষ্টির সার্থকতাই ভুলে যায়।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা দয়ালুদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন, যারা জমিনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রহমান হতে উদগত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।' (তিরমিজি-১৯২৪)

নামাজে আল্লাহর দিদার

মুহাম্মাদ উছমান গনী

নামাজ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোচনা

ইসলামের প্রথম বাহ্যিক ইবাদত হলো নামাজ। নামাজ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে নির্দেশনা রয়েছে ৮২ বার। নামাজের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণ। আল্লাহ তাআলা কোরআন কারিমে বলেন, 'আর তোমরা আমার স্মরণোদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করো।' (সুরা-২০ তহা, আয়াত: ১৪)।

নামাজ ইসলামের মূল পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ইসলাম পাঁচটি খুঁটির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল, নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, হজ করা ও রমজান মাসে রোজা পালন করা।' (বুখারি শরিফ, প্রথম খণ্ড, ইমান অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ১৬, হাদিস: ৭)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে।' (সুরা-২৯ আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হুজুরে কলব (হৃদয়ের উপস্থিতি) ব্যতীত নামাজ প্রকৃত নামাজ হয় না।' (ফিকহুর রিজা)। হুজুর অর্থ উপস্থিতি, হাজির অর্থ উপস্থিত, কলব মানে দিল, হৃদয়, মন। সফল মুমিনদের পরিচয় পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে, 'ওই সকল বিশ্বাসীগণ সফল, যারা তাদের নামাজে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়।' (সুরা-২৩ মুমিনুন, আয়াত: ১-২)।

প্রিয় নবীজি (সা.)-এর মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ চূড়ান্তভাবে ফরজ হয়েছিল। নামাজ মুমিনের মিরাজ। নামাজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মিরাজে আল্লাহর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সংলাপের বিশেষ অংশ 'তাশাহহুদ' বা আত্তাহিয়্যাতু। নবী করিম (সা.) আল্লাহর কুদরতি দরবারে আরশে আজিমে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমার সকল মৌখিক ইবাদত, সকল শারীরিক ইবাদত ও সকল আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য।'

উত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে নবী (সা.)! আপনার প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত, দয়া, করুণা ও তাঁর বরকত অবতীর্ণ হোক।' প্রতি উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি।'

এটা শুনে ফেরেশতারা বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ বা উপাস্য নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসুল।' (মুসলিম শরিফ)।

নামাজের মধ্যে পবিত্র কোরআনের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করা অন্যতম প্রধান ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা পাঠ করো কোরআন থেকে যা তোমাদের জন্য সহজ হয়।' (সুরা-৭৩ মুয্যাম্মিল, আয়াত: ২০)।

সুরা ফাতিহা হলো 'উম্মুল কোরআন' বা কোরআনের জননী। নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা বিশেষভাবে ওয়াজিব।

কোরআন হলো আল্লাহর কালাম, কালাম অর্থ কথা। কোরআন তিলাওয়াত করা মানে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা। নামাজে কোরআন তিলাওয়াত হলো আল্লাহর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বলা। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেন, প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেন, সকল আবেদন মঞ্জুর করেন, সব দোয়া কবুল করেন। (মিশকাত শরিফ)।

সুরা ফাতিহায় আমরা যখন বলি, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন (সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর জন্যই)' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হামিদা নি, আবদি (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল)।' অতঃপর আমরা যখন বলি 'আর রাহমানির রাহিম (তিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু)' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আছনা আলাইয়া আবদি (আমার বান্দা আমার বিশেষ প্রশংসা করল)।' এরপর যখন আমরা বলি, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন (তিনি বিচারদিনের মালিক)' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মাজ্জাদানি আবদি (আমার বান্দা আমাকে সম্মানিত করল)'। এরপর আমরা যখন বলি, 'ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়িন (শুধু আপনারই ইবাদত করি আর শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই)' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হাজা বাইনি ওয়া বাইনা আবদি (এই ফয়সালাই হলো আমার ও আমার বান্দার মাঝে– বান্দা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে, আমি তাকে সাহায্য–সহযোগিতা করব)।' আমরা যখন বলি, 'ইহদিনাছ ছিরাতল মুস্তাকিম, ছিরাতল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম, গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লিন! (আমাদের সঠিক পথ দেখান, তাদের পথ যাদের আপনি নিয়ামত দিয়েছেন; তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট; আর না যারা অভিশপ্ত)।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'লিআবদি মা ছাআল (আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তা-ই)।'

বিখ্যাত হাদিসে জিবরাইলে উল্লেখ রয়েছে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'এভাবে ইবাদত করো যে যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতে পাচ্ছ; যদি তুমি তাঁকে দেখতে না-ও পাও, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি; বুখারি শরিফ, প্রথম খণ্ড, ইমান অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ৩৮, হাদিস: ৪৮)।

আলহামদুলিল্লাহ ও ইনশাআল্লাহ বলার বিধান

শাহাদাত হোসাইন

হাল-জামানায় কিছু মানুষকে স্পষ্ট হারাম বিষয়ে সফলতার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলতে শোনা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো গায়কের গান খুব ভালো চলছে। ইউটিউব, ফেসবুকে আর টিকটকে ট্রেন্ডিংয়ে আছে। অল্প দিনে অনেক মানুষ সেটা শুনেছে। এটার জন্য তাকে প্রেস ব্রিফিংয়ে গর্বের সাথে বলতে শোনা যায়, আলহামদুলিল্লাহ আমি সফল হয়েছি। শেষে এই কাজ যেন চালিয়ে যেতে পারেন সেই জন্য দোয়াও চায়। আবার অনেককে ভবিষ্যতে গোনাহের কাজ করার ইচ্ছায় ইনশাআল্লাহ বলতে শোনা যায়। যেমন কারো ভবিষ্যতে সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা আছে। সে ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি গর্বের সাথে বলেন, ইনশাআল্লাহ! সামনে আমরা এই সিনেমা নিয়ে কাজ করব। প্রশ্ন হচ্ছে, গোনাহের কাজের সফলতার জন্য আলহামদুলিল্লাহ কিংবা ভবিষ্যতে গোনাহের কাজ করার ইচ্ছায় ইনশাআল্লাহ! বলার হুকুম কী? এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্যই বা কী?

ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি বলার ক্ষেত্র

একজন মুসলিম হিসেবে আমার জেনে রাখা উচিত কোথায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে আর কোথায় ইনশাআল্লাহ। কখন কোথায় সুবহানাল্লাহ আর আল্লাহু আকবার বলব সেটাও জেনে রাখা উচিত। এটা ঈমানি দায়িত্বও বটে। কোনো কাজ সুচারুরূপে সংঘটিত হয়েছে। ইসলাম তার কৃতজ্ঞতা

স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলেন। যার অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহর। ভবিষ্যতে ভালো কোনো কাজ করার মানসে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ইনশাআল্লাহ বলা ইসলামিক বিধান। আশ্চর্য কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে। অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তার জন্য সুবহানাল্লাহ বলতে হয়। আর আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় এমন কাজের জন্য আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহ মহান বলতে হয়।

বে-ঈমান হওয়ার সমূহ আশঙ্কা!

আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি ইসলামিক পরিভাষা। এগুলো কেবল উচ্চারণসর্বস্ব কোনো পরিভাষা নয়। বরং এ সব বাক্য ইসলামের শেয়ার। ইসলামের নিদর্শন। এগুলোর সম্মান করা মোমেনের চিহ্ন ও আলামত। অন্তরের তাকওয়ার বিষয়। সুরা হজে আল্লাহ বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করবে সেটা তার হৃদয়ের তাকওয়া প্রসূত (৩২)। ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোর অসম্মান করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল করা। স্পষ্ট গোনাহের কাজ। যা ঈমান পরিপন্থী বিষয়। এর কারণে ব্যক্তি ঈমানহারা হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

হারাম বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলাও হারাম

তাফসিরে রুহুল মায়ানিতে এসেছে, হারাম এবং মাকরুহ বিষয়ে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ইত্যাদি বলা উচিত নয়। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী যদিও তা কুফুরি নয় কিন্তু হারাম বিষয়ের জন্য বিসমিল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ বলা হারাম। মাকরুহ বিষয়ে বলা মাকরুহ (তাফসিরে রুহুল মায়ানি ১:৭০)। এটা পষ্ট বিষয় যে, ইসলামে গান-বাজনা, বাদ্য-যন্ত্র হারাম। তেমনিভাবে নাটক, সিনেমাও হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। এগুলো বিষয়ে সফলতার জন্য আলহামদুলিল্লাহ কিংবা ইনশাআল্লাহ বলা গর্হিত ও হারাম।

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে আলহামদুলিল্লাহ বলা

যদি কেউ ইসলামি এই সব পরিভাষাকে ছোট করার নিয়তে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তাফসিরে রুহুল মায়ানিতে এসেছে, আল্লাহ মাফ করুন। যদি কেউ ইসলামি বিধানকে ছোট করার মানসে এমনটা বলে থাকে তাহলে তা কুফুরি বলেই গণ্য হবে (১:৭০)। এই শব্দগুলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমাদের সজাগ ও সর্তক হওয়া উচিত। সম্মানিত এই বাক্যগুলোকে যথায়-তথায় উচ্চারণ করে, ইসলামি বিধানের অবমূল্যায়ন ও অসম্মান করা একেবারেই উচিত নয়।

বেলিংহাম বা সাকা নন, ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা পালমার

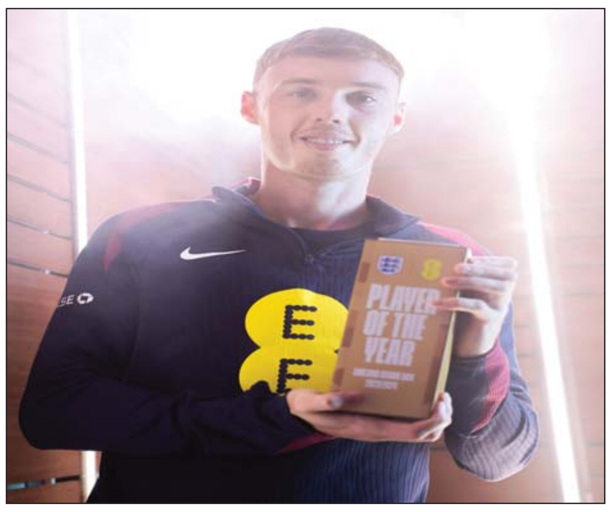

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ড জাতীয় দলে কোল পালমারের অভিষেকের এক বছরও হয়নি। এর মধ্যেই দেশটির বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার নির্বাচিত হলেন চেলসি উইঙ্গার কোল পালমার। জাতীয় দলে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সমর্থকদের ভোটে নির্বাচন করা হয় সেরা খেলোয়াড়। ২০২৩-২৪ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ২২ বছর বয়সী পালমার। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুড বেলিংহাম দ্বিতীয় ও গত দুইবারের বিজয়ী আর্সেনাল তারকা বুকায়ো সাকা হয়েছেন তৃতীয়।
পালমারের অভিষেক ২০২৩ সালের নভেম্বরে মাল্টার বিপক্ষে। ইংল্যান্ড সেই ম্যাচটি জেতে ২-০ গোলে। ইংল্যান্ডের হয়ে পালমার এখন পর্যন্ত ম্যাচ খেলেছেন ৯টি, এর মধ্যে প্রথম একাদশে ছিলেন মাত্র দুই ম্যাচে।
পালমারের ইংল্যান্ডের হয়ে ৫ ম্যাচই খেলেছেন সর্বশেষ ইউরোতে। স্পেনের কাছে ফাইনাল ১টি গোল করেও দলকে চ্যাম্পিয়ন বানাতে পারেননি। ইংল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর গোল ২টি। ইউরো ফাইনালের আগেই গত মে মাসে প্রথম গোলটি পেয়েছেন বসনিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে।
২০২৩-২৪ মৌসুমে শুরুতে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে পালমারকে কিনে নেয় চেলসি। পশ্চিম লন্ডনের ক্লাবটির হয়ে শুরু থেকেই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স পালমারের। লিগে ৩৩ ম্যাচে ২২ গোল করার পাশাপাশি ১১টি গোলে সহায়তাও করেছেন এই ইংলিশ তারকা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গোল ২৫টি। চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে লিগে ৭ ম্যাচে পালমার গোল করেছেন ৬টি। এর মধ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর লিগে ব্রাইটনের বিপক্ষে ১০ মিনিটের মধ্যে করেন হ্যাটট্রিক, ২০ মিনিটের মধ্যে করেছেন ৪ গোল।
২০১০ সালে অ্যাশলি কোলের পর চেলসির প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা হয়েছেন পালমার। এর আগে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডও চেলসির খেলোয়াড় থাকতেই বর্ষসেরা হয়েছিলেন। ২০০৩ সালে প্রবর্তিত এই পুরস্কার পেয়েছেন হ্যারি কেইন, ওয়েইন রুনি, ডেভিড বেকহামরাও।

ভারতের কাছে ফের ভরাডুবি বাংলাদেশের

আপনজন ডেস্ক: জিততে হলে রেকর্ড গড়তে হত বাংলাদেশকে। রেকর্ড ২২২ রানের এমন কঠিন লক্ষ্যেই দিয়েছিল ভারত। মূলত স্বাগতিকদের ইনিংস শেষেই ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।
ম্যাচ শেষে সেটাই প্রমাণিত হলো। সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮৬ রানে হেরে বাংলাদেশ যেন আনুষ্ঠানিকতা সারল। এ জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারত। এর আগে গোয়ালিয়রেও ভরাডুবি হয় বাংলাদেশের। ৭ উইকেটের বড় পরাজয়ের স্বাদ পায় তারা।
এ হারে দিল্লিতে বাংলাদেশের অপরাজিত থাকার গল্পও শেষ হলো। এই মাঠে সীমিত ওভারের দুটি ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জিতেছিল বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিপরীতে সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। আজ তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে ভারতের দেওয়া বিশাল লক্ষ্যের চাপে নুয়ে পড়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত-তাওহিদ হৃদয়রা।
২২২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুধু শুরুর গল্পটাই ভালো ছিল বাংলাদেশের। প্রথম ওভারে আর্শদ্বীপ সিংকে তিন চার হাঁকিয়ে বাংলাদেশের ইনিংস শুরু করেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। ফিরতি ওভারে অবশ্য শোধ নিয়েছেন বাঁহাতি পেসার। দলীয় ২০ রানে বাংলাদেশি ওপেনারকে ব্যক্তিগত ১৬ রানে বোল্ড করে। সেই যে শুরু এরপর উইকেটের মিছিলে যোগ দেন বাংলাদেশের অন্য ব্যাটাররা।
৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের এক সময় সংগ্রহ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৪৬ রান। সেখানে থেকে দলীয় সর্বোচ্চ ৩৪ রানের জুটি গড়ে ধাক্কাটা সামলে নেন মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ ও মেহেদী হাসান মিরাজ। ১৬ রানে মিরাজ আউট হওয়ার আবারো নিয়মিত উইকেট হারানো শুরু বাংলাদেশের।
তবে এক প্রান্ত আগলে রেখে বাংলাদেশের পরাজয়ের ব্যবধান কমিয়েছেন এই সিরিজ শেষেই বিদায় নিতে যাওয়া মাহমুদ উল্লাহ। নিজের বিদায়ী সিরিজ বলে কথা! ৪১ রান করে পরে দলকে ১৩৫ রানের সংগ্রহ এনে দেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটার। ইনিংসটি সাজান ৩ ছক্কায়। ৮৬ রানের জয়ের ম্যাচে ভারতের হয়ে প্রত্যেক বোলারই কমপক্ষে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। সিরিজের শেষ ম্যাচ আগামী ১২ অক্টোবর হায়দরাবাদে।

বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে খেলাটাই এখন মেসির নিয়তি

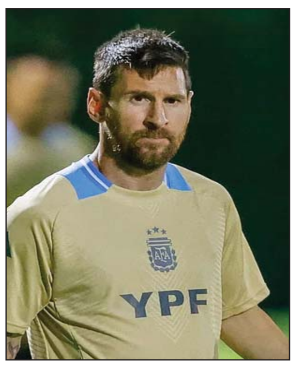

আপনজন ডেস্ক: 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।'
জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই লাইন কি পড়েছেন লিওনেল মেসি? না পড়ার সম্ভাবনা শতভাগ। পড়া থাকলে হয়তো মায়ামির সৈকতে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বিস্তৃত জলরাশিতে তাকিয়ে আনমনে লাইনটি আওড়াতেন। খেলতে খেলতে মেসির ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ার দৃশ্য তো নতুন নয়।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে ফেরা যাক। সেদিন এমএলএসে টরন্টোর বিপক্ষে ম্যাচে প্রথমার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। এমনকি মাঠ ছাড়ার আগেই স্বভাববিরুদ্ধভাবে পায়ের শিনগার্ডও (পায়ে থাকা সুরক্ষা গার্ড) খুলে ফেলেন। ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত মেসির দিকে তখন যেন তাকানো যাচ্ছিল না। সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল বেঞ্চে বসা মেসির ক্লান্ত মুখের একটি ছবি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবি ভাইরালও হয়েছিল।
এটুকু তবু মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কোপা আমেরিকা ফাইনালে যা ঘটল, তা হয়তো কারও প্রত্যাশায় ছিল না। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ৬৩ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। এমন চোট মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে মেসি একরকম চোটের সঙ্গেই ঘর করছেন। কিন্তু সেদিন মেসিকে বেঞ্চে বসে শিশুর মতো কাঁদতে দেখা গেল। এভাবে ভেঙে পড়তে দেখা তাঁর ভক্ত-সমর্থকদের তো বটেই, সাধারণ দর্শকদের জন্যও ছিল হৃদয় ভাঙার মতো দৃশ্য।
গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার অথচ ফুটবলে মেসির আর কোনো অপূর্ণতা নেই। অধরা নেই কোনো শিরোপাও, জিতেছেন সম্ভাব্য সবকিছু। কাতার বিশ্বকাপের পর অবসরে চলে গেলেও মেসির অর্জনের ভান্ডার থেকে একটি শিশিরকণাও কেউ কেড়ে নিতে পারত না। মেসি নিজেই বলেছেন, ফুটবলে তাঁর আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তবু কেন সেই কান্না! কে জানে, সেদিন হারের শঙ্কায়, চোটের বেদনায়, নাকি বিদায়ের চোখরাঙানিতে অঝোরে কেঁদেছিলেন মেসি! কান্নার পেছনে কারণটা যা-ই হোক, এই ঘটনা মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন ভাবনাকে উসকে দিয়েছে। বিশেষ করে ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসিকে দেখার যে প্রত্যাশা, সেটি জিইয়ে রাখতেই তাঁকে নিয়ে এত ভাবনা।
মেসির চোটের ইতিহাস অন্তত তেমন কিছুই বলছে।
ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মেসি চোটে পড়েছেন ছয়বার। এর মধ্যে কোপার ফাইনালে চোটে পড়ে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ছিলেন মাঠের বাইরে। সর্বশেষ এই চোটে সব মিলিয়ে মেসি মাঠের বাইরে ছিলেন ৫৮ দিন। তবে সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে এর চেয়ে বেশি সময়ের জন্য মেসি মাঠের বাইরে ছিলেন মাত্র দুবার। বয়স ও ফিটনেস বিবেচনায় নিলে মেসির সাম্প্রতিক এই চোট দুশ্চিন্তায় ফেলার মতোই।
চোট কাটিয়ে সেপ্টেম্বরে মেসি মাঠে ফিরলেও সব যে ঠিক হয়ে গেছে, তা নয়। তাঁর চোটের সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, যেকোনো সময় আবারও একই বিপদ হাজির হতে পারে। ফলে মেসিকে নিয়ে আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামি–উভয় দলকেই থাকতে হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায়।
আর্জেন্টিনা দলের কথাই ধরা যাক। কোপার ফাইনালের পর মেসিকে ছাড়াই খেলতে হয়েছে কোচ লিওনেল স্কালোনিকে। সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার ম্যাচে ছিলেন না মেসি। তবে এটাই হয়তো এখন আর্জেন্টিনা দলের জন্য 'নিও নরমাল' হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ দলের প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খেলাতে হবে অধিনায়ককে। মেসির চোট, ক্লান্তি ও বিশ্রাম–এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই কাজটি করতে হবে স্কালোনিকে। এ ক্ষেত্রে শুধু মেসির জায়গায় আরেকজনকে খেলানো নয়, কৌশল ও স্টাইলেও নতুনত্ব আনতে হবে আর্জেন্টাইন এই কোচকে। সেটি কেমন হতে পারে, সেই ইঙ্গিত সেপ্টেম্বরের ম্যাচ দুটিতেই দেখা গেছে। স্কালোনির অধীন আর্জেন্টিনা দলে মেসিকে দেখা গেছে মাঠজুড়ে খেলতে। কখনো মাঝমাঠে খেলা তৈরি করেছেন আবার কখনো ডান প্রান্তে সরে গিয়ে আক্রমণে উঠেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই খেলেছেন মেসি। তবে কলম্বিয়া ও চিলির বিপক্ষে এই স্বাধীনতা উপভোগ করার সুযোগ ছিল না স্কালোনির।

'আইএফএ চূড়ান্ত নোংরামি করছে' অভিযোগ তুলে নাম প্রত্যাহার ডায়মন্ডহারবার এফসির

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা ফুটবল লিগ থেকে নাম তুলে নিল ডায়মন্ডহারবার এফসি। সদ্য আই লিগ-৩ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটির অভিযোগ, কলকাতা লিগে ব্যাপক নোংরামি চলছে। আর তা করছে খোদ আইএফএ।
এমতাবস্থায় খেলা চালিয়ে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। জানা যাচ্ছে, বুধবার রাতেই নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইএফএ-র কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
ডায়মন্ডহারবারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ফের একবার স্পষ্ট হয়ে গেল, চলতি কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল।
মঙ্গলবার থেকে কলকাতা লিগ নিয়ে শুরু হয় এক নাটক। আচমকাই জানানো হয় যে, কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের সুপার সিক্সে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম ভাঙে মহামেডান। সেই নিয়মানুযায়ী, ঘরোয়া লিগের ম্যাচ চলাকালীন ৯০ মিনিট ৪ জন করে ভূমিপুত্র মাঠে থাকা বাধ্যতামূলক।
কিন্তু মহামেডানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ইস্টবেঙ্গলর বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯০ মিনিট চারজন ভূমিপুত্র খেলায়নি। ওই ম্যাচটি ড্র হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার মহামেডানের পয়েন্ট কেটে নিয়ে ম্যাচের তিন পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলকে দিয়ে দেয় আইএফএ। আর তার ফলে, চ্যাম্পিয়নের দৌড়ে থাকা ডায়মন্ডহারবারের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ৪ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি হয়।
স্বভাবতই এই ঘটনায় বেশ ক্ষিপ্ত ডায়মন্ডহারবার শিবির। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ব্যাপক নোংরামি শুরু করেছে আইএফএ। এইভাবে একদমই খেলা যায় না। এই মরশুমের জন্য আমরা নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আগামী বছরেও আমরা কলকাতা লিগে খেলব কিনা, সেটা ভেবে দেখব।"
জানা গেছে, বুধবার রাতের মধ্যেই ক্লাবের তরফ থেকে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হবে আইএফএ-র কাছে। কলকাতা লিগের পয়েন্ট টেবিল অনুযায়ী, একমাত্র ডায়মন্ডহারবারের পক্ষেই ইস্টবেঙ্গলকে টপকে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তারা নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে, ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া প্রায় নিশ্চিত।

প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপে যে কীর্তি গড়লেন রুট

আপনজন ডেস্ক: টেস্টে অনেকদিন ধরেই অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার জো রুট। গত তিন বছরে দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেটে ১৭টি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। এবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫ হাজার রানের কীর্তি গড়লেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক।
পাকিস্তানের মাটিতে ৩ টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে এই কীর্তি গড়েন রুট। ব্যাটিংয়ে নামার আগে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপে ৫ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে ২৭ প্রয়োজন ছিল রুটের। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন বিকেলেই সেটা ছুঁয়ে ফেলেন তিনি।
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপে ৫৯ ম্যাচ খেলেছেন রুট। এখন পর্যন্ত ৫১.৭৪ গড়ে তার সংগ্রহ ৫ হাজার ১৯ রান। ২০ ফিফটির সঙ্গে তার সেঞ্চুরি আছে ১৬টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার মার্নাস লাবুশানের সংগ্রহ ৪৫ ম্যাচে ৩৯০৪ রান। এরপর যথাক্রমে আছেন স্টিভ স্মিথ (৩৪৮৬), বেন স্টোকস (৩১০১) ও বাবর আজম (২৭৫৫)। বাংলাদেশ থেকে সেরা লিটন। ২৪ নম্বরে থাকা এই ব্যাটার ২৫ ম্যাচে করেছেন ১৭৩৯ রান। ৪ সেঞ্চুরি আর ১০ ফিফটি আছে তার।
চলতি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপেও সর্বোচ্চ রান জো রুটের। ১৭ ম্যাচে করেছেন ১৪৪৮ রান। দ্বিতীয় স্থানে ভারতের যশস্বী জয়সোয়াল। তার সংগ্রহ ১১ ম্যাচে ১২১৭ রান। ৮ ম্যাচে ৪৭৪ রান নিয়ে এই তালিকায় বাংলাদেশের সেরা মুমিনুল হক সৌরভ।
২০১২ সালে টেস্ট অভিষেক হয় রুটের। এক যুগের ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১৪৬ ম্যাচ। এ সময়ে ৫০.৬২ গড়ে করেছেন ১২৪৫৩ রান। ৬৫ ফিফটি আর ৩৪টি সেঞ্চুরি আছে তার।

৬ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে আলিসনকে

আপনজন ডেস্ক: অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে ব্রাজিলের ম্যাচ দুটি। একটির প্রতিপক্ষ চিলি, আরেকটিতে পেরু। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের এ দুটি ম্যাচে আলিসনকে পাওয়া যাচ্ছে না, জানা গিয়েছিল আগেই। তবে ৩২ বছর বয়সী এই গোলকিপারকে ব্রাজিল ফুটবল দল পাবে না নভেম্বরের উইন্ডোতেও। আর দুই ফিফা উইন্ডোর মাঝে আলিসনকে পাবে না লিভারপুল। ইংলিশ ক্লাবটি আজ নিশ্চিত করেছে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভোগা আলিসনকে ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে। ঠিকঠাকমতো সুস্থ হয়ে উঠলে ব্রাজিল গোলকিপারকে পাওয়া যাবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। আলিসন চোট পেয়েছেন শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের ১–০ গোলের জয়ের ম্যাচে। সে দিন ম্যাচের ৭৯ মিনিটে তাঁকে তুলে নিয়ে ভিতেস্লাভ জারোসকে নামানো হয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য চোটে ছিটকে যাওয়ায় লিভারপুলের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মিস করবেন আলিসন। এর মধ্যে চেলসির বিপক্ষে নিজেদের মাঠে এবং আর্সেনালের বিপক্ষে এমিরেটসে খেলবে লিভারপুল। এ ছাড়া ব্রাইটনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ অ্যানফিল্ডে আর লিগ কাপের ম্যাচ ব্রাইটনের মাঠে। ঘরোয়া প্রতিযোগিতার বাইরে আর্নে স্লটের দল চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে লাইপজিগ ও বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে। প্রথম পছন্দের গোলকিপার না থাকাটা বড় ধাক্কা বলেই মনে করেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট, 'সে আমাদের ১ নম্বর গোলকিপার। বিশ্বের সেরা গোলকিপারও। সুতরাং তার চোটে পড়াটা দলের ও তাঁর জন্য ধাক্কা।' আলিসনের অনুপস্থিতি লিভারপুলকে কতটা ভোগাবে, সেটা সময়ই বলবে। তবে প্রিমিয়ার লিগ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে ভালো অবস্থানেই আছে স্লটের দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সপ্তম রাউন্ড শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে জিতেছে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই।
ব্রাজিল চিলি ও পেরু ম্যাচে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকেও পাচ্ছে না। যে রাতে লিভারপুল জার্সিতে আলিসন চোট পেয়েছেন, একই রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ভিনি। তবে আলিসনের আরেক দল, ব্রাজিল এই মুহূর্তে ভালো অবস্থানে নেই। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে ব্রাজিল এখন পাঁচ নম্বরে। এই মুহূর্তে পয়েন্ট খোয়ালে বিপদে পড়তে হবে। আর এমন সময়ে টানা চার ম্যাচে আলিসনকে পাবে না ব্রাজিল। ১১ অক্টোবর চিলি আর ১৬ অক্টোবর পেরুর বিপক্ষে ম্যাচ। পরের ফিফা উইন্ডোতে প্রতিপক্ষ ভেনেজুয়েলা (১৪ নভেম্বর) ও উরুগুয়ে (১৯ নভেম্বর)। ব্রাজিল দলে অবশ্য এদেরসনের মতো গোলরক্ষক আছেন। ব্রাজিল চিলি ও পেরু ম্যাচে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকেও পাচ্ছে না। যে রাতে লিভারপুল জার্সিতে আলিসন চোট পেয়েছেন, একই রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ভিনি। ব্রাজিলের সামনের দুটি ম্যাচের জন্য রিয়াল ফরোয়ার্ডের বদলি করা হয়েছে ফুলহামের আন্দ্রেস পেরেইরাকে, আলিসনের বদলে ডাকা হয়েছে পালমেইরাসের ওয়েভেরতনকে। যার অর্থ, আক্রমণভাগের সামনে আর রক্ষণভাগে সর্বশেষ দেয়াল–দুটি প্রথম পছন্দের খেলোয়াড়কেই চিলি ও পেরু ম্যাচে পাচ্ছে না ব্রাজিল।

ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ হলেন অস্কার ব্রুজন

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: কার্লেস কুয়াদরাত ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করায়, আগামী মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল অস্কার ব্রুজনকে তাদের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বর্তমান মরসুমের শেষ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। পূর্বের ফলস্বরূপ ইস্টবেঙ্গলের রেকর্ড কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না। তাই ব্রুজনের কাছে ব্যাপারটা যে একটু চ্যালেঞ্জিং তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অবিলম্বে প্রচুর চাপের সম্মুখীন হতে চলেছেন তিনি। আর তার কারণ - আগামী ১৯শে অক্টোবর কোচ হিসেবে তার প্রথম খেলাটি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস-এর বিপক্ষে হতে চলেছে। যেহেতু এর আগে ব্রুজন স্পোর্টিং ক্লাব ডি গোয়া, মুম্বাই এফসি, এবং মুম্বাই সিটি এফসির কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। তাই ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করা খুব একটা আকস্মিক কিছু নয়। কিন্তু ভক্তদের দেদার প্রত্যাশার ফলস্বরূপ ইস্টবেঙ্গলের আগামী ভবিষ্যত কি হতে চলেছে তা দেখার জন্য মুখিয়ে রইল সমস্ত দর্শকেরা।

ছাত্র শহীদদের শ্রদ্ধা জানালেন সাকিব

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানালেন সেদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। তিনি এক বার্তায় বলেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষের ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা। শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল আত্মত্যাগকারী ছাত্রদের, যারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন। তাদের ও তাদের পরিবারের প্রতি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা ও সমবেদনা। যদিও স্বজন হারা পরিবারের ত্যাগ কিছু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**